বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(বেসিক ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর : ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৬৩
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৬৫-৬৭
৮	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৬৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ০৭/০৯/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২১/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত/-
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসিক ব্যাংক লিঃ এর ২০০৯ হতে ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছর এবং অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্যসমূহ উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্ভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ- বঙ্গাব্দ
১১/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	BTB (বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C (HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৩।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	ETP (ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	FBPN (এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭।	FBP (এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
৮।	FC (Account) এফসি একাউন্ট	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	IDCP (আইডিসিপি) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	LTR (এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১১।	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১২।	PAD (পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
১৩।	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৪।	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	PSC (পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা.	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুন:তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ

				পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬।	বিএমআরই	=	Balancing. Modernization. Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে গৃহীত কার্যক্রম।
২৭।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো),সিসি (পেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
৩১।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।
৩২।	এসটিএল	=	Short Term loan	-
৩৩।	ইইএফ	=	Equity and Extrepreneurship Fund	-

৩৪।	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।
৩৫	SOD	=	Secured Over Draft	-
৩৬	NOSTRO	=	A nostro Account is our Account in a different Country	Nostro` Latin term. A nostro account is our account in a different country.
৩৭	BL	=	Bad Loan	-
৩৮	CRG	=	Credit Risk Gradation	

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	ভুয়া সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে এসওডি ঋণ মঞ্জুর এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করে শাখা প্রধান কর্তৃক ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দায় সৃষ্টি ২২৫৮.১৬ লক্ষ টাকা।	২২,৫৮,১৫,৭৭৪
২.	সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় বিশেষ (এ্যাডহক) সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর এবং সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয়ের নিমিত্তে পুনঃতফসিল করার পরেও আদায় না হওয়ায় কু-	১,৪৫,৮৯,৭৮৮
৩.	কোন সহায়ক জামানত (কোলেটারাল) গ্রহণ না করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রগামী পুরাতন জাহাজ ক্রয় বাবদ টার্ম লোন মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৭,১৯৯.৯১ লক্ষ টাকা।	৭১৯৯,৯১,০০০
৪.	শাখার বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও এবং শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন ব্যতিরেকে ও গ্রাহকের ন্যূনতম ইক্যুইটি প্রদান ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণ, সিসি হাইপো, এলটিআরসহ এলসি লিমিট প্রদান করায় ক্ষতির আশংকা।	৬৩,৫৯,৪৬,০০০
৫.	শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে মেসার্স এ্যাপোলো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ কে ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে এসটিএল, এলটিআর ও সিসি লোন বিতরণ এবং অনিয়মিতভাবে সময় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ৫,৫৬৩.৭৪ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।	৫৫৬৩,৭৪,০০০
৬.	ভুয়া জমি বন্ধকের বিপরীতে সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ এবং তাৎক্ষণিক নগদায়নযোগ্য নিরাপত্তা জামানত বন্ধক না দেওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১০৩১.৪৫ লক্ষ টাকা।	১০,৩১,৪৫,৭০৬
৭.	অনিয়মিতভাবে এসটিএল ও এলটিআর ঋণ প্রদান এবং গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনরায় ঋণ প্রদান ও সুদ মওকুফ সত্ত্বেও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১২০৩.৫৮ লক্ষ টাকা।	১২০৩,৫৮,০০০
৮.	ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা উপেক্ষা করে ও পর্যাপ্ত জামানত বন্ধক না নিয়ে সিসি হাইপো ঋণ বাবদ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১২৩৯.৯৯ লক্ষ টাকা।	১২৩৯,৯৯,০০০
৯.	পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ করতঃ নতুন গ্রাহককে প্রদানকৃত সিসি হাইপো ও প্রকল্প ঋণের দায় বাবদ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি মোট ৩৫৫.৭৯ লক্ষ টাকা।	৩,৫৫,৭৯,২০৪
১০.	গ্রাহকের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু না থাকার পরও মেসার্স বেস্ট এক্সেসরিজকে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৯৫.৫১ লক্ষ টাকা।	২,৯৫,৫০,৭১৬
১১.	শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে মেসার্স ইমারেল্ড ওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কে টার্ম লোন এসটিএল ও সিসি হাইপো লোন মঞ্জুরসহ বিতরণ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৬৯৪৮.১৯ লক্ষ টাকা।	৬৯,৪৮,১৮,৬৬৫
১২.	জামানত অপেক্ষা দায় বেশী হওয়ায় এবং ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে সময় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮৮৬৫ লক্ষ টাকা।	৮৮,৬৫,০০,০০০
১৩.	আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট পিএডি ও ডিমান্ড লোনের ১২৩৭.৫৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১২,৩৭,৬৪,০০০
১৪.	ঠিকাদারী কাজের বিপরীতে প্রদত্ত এসটিএল ও এসওডি লোন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২১০.১৭ লক্ষ টাকা।	২,১০,১৬,৮৭১
১৫.	এসওডি ঋণের লিমিট অতিরিক্ত বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি ৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা।	৩৭,৫৫,০০০
১৬.	অনিয়মিতভাবে স্থাপিত এলটিআর এবং বিতরণকৃত এসওডি মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৩১৬২.৬১ লক্ষ টাকা।	৩১৬২,৬১,০০০
১৭.	মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে অনিয়মিতভাবে ওডি ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৬০৪৭.৮৪ লক্ষ টাকা।	৬০,৪৭,৮৪,০০০
১৮.	টার্ম লোনের টাকায় জাহাজ ক্রয় না অনিয়মিতভাবে করে গ্রাহকের টিওডি দায় সমন্বয়ের মাধ্যমে ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা ভিন্নখাতে স্থানান্তর করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।	৯,৯০,০০,০০০

১৯.	অনিয়মিতভাবে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) মেয়াদোত্তীর্ণ এবং গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে টার্ম লোনের কোন টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি ২৫৮৬.৬৫ লক্ষ টাকা।	২৫,৮৬,৬৫,০০০
২০.	অনিয়মিতভাবে লিমিট অতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ এবং পিএডি অসমন্বিত থাকায় ব্যাংকের সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি ৬১৫.৭১ লক্ষ টাকা।	৬১৫,৭১,০০০
২১.	অনিয়মিতভাবে ঋণের টাকায় গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও অনাদায়ী টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৩৮২.৯৫ লক্ষ টাকা।	৩৮২,৯৫,০০০
২২.	অনিয়মিতভাবে টার্ম লোনের টাকায় গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের শ্রেণীকৃত দায় পরিশোধ, ঋণের টাকা ভিন্নখাতে স্থানান্তর এবং অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায়	১৮৯৪,৭২,০০০
২৩.	অনিয়মিতভাবে টেম্পোরারী ওভারড্রাফট (টিওডি) বাবদ প্রদান করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৯৫০.২৫ লক্ষ টাকা।	৯,৫০,২৪,৮৪২
২৪.	অনিয়মিতভাবে টার্ম লোন পুনঃতফসিলের পরও কোন টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা।	৬৭,৫০,০০০
২৫.	অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ টার্ম লোনের কারণে ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ১৩২.০৫ লক্ষ টাকা।	১,৩২,০৪,৮১১
২৬.	অনিয়মিতভাবে অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান এবং পুন:তফসিল করায়. ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৭৭৮৬.৬৩ লক্ষ টাকা।	৭৭,৮৬,৬৩,৩৩৪
২৭.	অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক. ক্ষতি ৭১৫৮.৭২ লক্ষ টাকা।	৭১,৫৮,৭২,০৯৫
২৮.	অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮৫৫৩.৯৫ লক্ষ টাকা।	৮৫,৫৩,৯৫,৩৩৩
২৯.	জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৩৫.০৯ লক্ষ টাকা।	৪,৩৫,০৮,৮৬৮
৩০.	অস্বাভাবিক পন্থায় অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২৩,৫৩,৩৪,৩১৩
৩১.	মর্টগেজ ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করার পর একাধিকবার পুন: তফসিল করেও অর্থ আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৮৭.৭২ লক্ষ টাকা।	২,৮৭,৭১,৫৬৩
৩২.	অনিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করায় পুঞ্জিভূত ঋণের দায় শ্রেণীকৃত হওয়ায় সম্ভাব্য ক্ষতি ২৩৫১.১০ লক্ষ টাকা।	২৩,৫১,১০,০০০
৩৩.	সুষ্ঠু যাচাই ছাড়া অনিয়মিতভাবে এসওডি ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৩৬০১.১৭ লক্ষ টাকা।	৩৬,০১,১৭,৪৫৭
৩৪.	অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ৫৪৯৬.৫৩ লক্ষ টাকা।	৫৪,৯৬,৫২,৭২৩
৩৫.	পরীক্ষিত নয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য এলাকার বাইরের গ্রাহকের অনুকূলে তড়িঘড়ি করে ঋণ বিতরণ ও মঞ্জুর করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩৩৩২.০৬ লক্ষ টাকা।	৩৩,৩২,০৬,৪৯০
	মোট	১০১১,৩৮,৬৩,৫৫৩

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছরঃ

- ২০০৯ খ্রিঃ হতে ২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রঃনং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
০১	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০৩/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭/০৪/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০২	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।	১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১১/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৩	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা।	১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৪	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, উত্তরা শাখা, ঢাকা।	২২/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১২/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৫	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা।	১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষার পদ্ধতিঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলোচনা।
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা।
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

৩—

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহঃ

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ -০১

শিরোনাম : ভুয়া সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে এসওডি ঋণ মঞ্জুর এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করে শাখা প্রধান কর্তৃক ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দায় সৃষ্টি ২,২৫৮.১৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, সেনাকল্যাণ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের নথিপত্র হতে দেখা যায়, ভুয়া সম্পত্তি বন্ধকীর বিপরীতে এসওডি (Secured Over Draft) ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করে শাখা প্রধান কর্তৃক ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ২২,৫৮,১৫,৭৭৪ টাকা দায় সৃষ্টি করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''১''তে দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখার গ্রাহক মেসার্স খাদিজা এন্ড সন্স এর মালিক কর্তৃক ২৩-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ এবং ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এলসি লিমিটের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার ২৩-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের এসওডি ঋণের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ০৬-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখের এইচও/সিসিডি/২০১১/২১১০০/১৩৮২২ নং স্মারকের মাধ্যমে ০৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এসওডি ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরী শর্ত নং-৯ অনুযায়ী শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির বাস্তব অবস্থা, সীমা নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন করার কথা। কিন্তু বন্ধকী সম্পত্তি পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- শর্ত নং-(এ) লংঘন করে শাখা কর্তৃক ঋণ ডকুমেন্টেশন সম্পাদন না করে ১৩-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ গ্রাহকের অনুকূলে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ১৮-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ বিতরণ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও শাখা প্রধান কর্তৃক ঋণ বিতরণ অব্যাহত থাকে এবং ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়।
- গাজীপুর জেলার মোথবাড়ি মৌজার মিঃ মিলন যোসেফ গমেজ এবং ক্রিষ্টফার গমেজ এর মালিকানাধীন ৫৯৪.০০ শতাংশ তৃতীয় পক্ষীয় ভূমি ঋণের অনুকূলে সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যাংকে বন্ধক রাখা হয়। ১৮-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ মিঃ মিলন যোসেফ গমেজ উক্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবী করলে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের মালিক জনাব মোঃ শামীম আহসান এর নিজ নামীয় গাজীপুর জেলার পূর্ব নরসিংহপুর মৌজার ২৫০.০০ শতাংশ জমি ফার্স্ট পার্টি মর্টগেজ করা হয়। দলিলপত্র সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে না থাকায় উক্ত সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
- উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১১ সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ফার্স্ট পার্টি মর্টগেজকৃত ২৫০.০০ শতাংশ জমি জনাব এ. মজিদ নামে জনৈক ব্যক্তি নিজের দাবী করে বন্ধকী দাতা মোঃ শামীম আহসান এর টাইটেল ডিডটি ভুয়া উল্লেখ করে বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখাকে অবহিত করেন। ফলে পরবর্তী বন্ধকীকৃত ভূমিও ভুয়া প্রতীয়মান হয়।
- বর্তমানে ঋণ হিসাবটি সম্পূর্ণ জামানত বিহীন, যার দায় দায়িত্ব শাখা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।
- উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংক এর স্বার্থ রক্ষার্থে ঋণের নিরাপত্তার লক্ষ্যে শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দায়িত্বই পালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- তাৎক্ষণিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, ব্যাংক এর প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই এর ভিত্তিতে বর্তমানে ২৫০.০০ শতাংশ জমি বন্ধকের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি নেয়া হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় হতে শাখাকে এ ধরনের অনিয়ম হতে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ভুয়া সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ বিতরণ, ঋণ মঞ্জুরী শর্ত-৯ অমান্য করা এবং ১৮-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ বিতরণ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও শাখা প্রধান কর্তৃক ঋণ বিতরণ অব্যাহত রাখার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ বিতরণ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ অব্যাহত রাখার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম: সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় বিশেষ (এ্যাডহক) সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মঞ্জুর এবং সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয়ের নিমিত্তে পুনঃতফসিল করার পরেও আদায় না হওয়ায় কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৪৫.৯০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, সেনাকল্যাণ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের নথিপত্র হতে দেখা যায়, সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় বিশেষ (এডহক) সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর এবং সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয়ের নিমিত্তে পুনঃতফসিল করার পরেও আদায় না হওয়ায় কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৪৫.৯০ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''২''তে দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- গুলশান শাখার গ্রাহক মেসার্স এ.আর.কে. এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগ কর্তৃক ১৭-০৬-২০০১ খ্রিঃ তারিখ ১০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শাখা প্রধান কর্তৃক সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ৪০.০০ লক্ষ টাকা শর্ট টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয় (মঞ্জুরীপত্র পাওয়া যায়নি)।
- ১৪.৩৭ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ১৪-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ শর্ট টার্ম লোন ৪০.০০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী বাতিল করে সিসি (হাইপো) ঋণসীমা ১০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়।
- আদায় কার্যক্রম জোরদার না করে অতিরিক্ত ৩০.০০ লক্ষ টাকা এডহক সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরীর জন্য শাখা কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ০৭-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ৩০.০০ লক্ষ টাকা এডহক সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণের জন্য অতিরিক্ত মর্টগেজ গ্রহণের কথা থাকলেও তা গ্রহণ করা হয়নি।
- গ্রাহকের ঋণ পরিশোধে অনিহা এবং শাখার দায়িত্বহীনতার কারণে ঋণটি কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হওয়ার পরে ০৪-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে অশ্রেণীকৃত ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করার নিমিত্তে শাখার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সীমাতিরিক্ত দায় ৩১-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ২৯-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পুনঃতফসিল করা হয়। উল্লেখ্য, পুনঃতফসিলের পর হতে গ্রাহক উক্ত হিসাবে কোন টাকা পরিশোধ করেনি।
- গ্রাহকের স্ত্রীর মালিকানাধীন ঢাকাস্থ মধ্য বাড্ডার চার তলা ভবনসহ ৫.২০ শতাংশ ভূমি বন্ধক রাখা হয়, যার মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৩১.১০ লক্ষ টাকা। উক্ত বন্ধকীর বিপরীতে বর্তমান অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১৪৫.৯০ লক্ষ টাকা। ফলে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানান গ্রাহককে ০৬-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ২৮-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ দুটি দৈনিক পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত এস.টি.এল. বিতরণ এবং পরবর্তীতে অতিরিক্ত মর্টগেজ গ্রহণ না করে বিশেষ সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-০৬-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৯-০১-২০১৪ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত এস.টি.এল. বিতরণ এবং অতিরিক্ত মর্টগেজ গ্রহণ না করে বিশেষ সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং জড়িত টাকা আদায় করে ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩

শিরোনাম: কোন সহায়ক জামানত (কোলেটারাল) গ্রহণ না করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রগামী পুরাতন জাহাজ ক্রয় বাবদ টার্ম লোন মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৭,১৯৯.৯১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সহায়ক জামানত গ্রহণ না করে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রগামী পুরাতন জাহাজ ক্রয় বাবদ টার্ম লোন মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৭,১৯৯.৯১ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''৩''তে দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার নুতন গ্রাহক মেসার্স বে-নেভিগেশন লিঃ কে সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ১৬-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/১৯৫৩/১ এর মাধ্যমে ৬৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা ৮ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয়। শাখা হতে জাহাজ ব্যবসা মনিটরিং করা কঠিন এবং সমুদ্রগামী জাহাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনার বিষয় উল্লেখ থাকলেও কোন জমি,বিল্ডিং মর্টগেজ না নিয়ে ঋণ বিতরণের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার ১৯৮৬ সনের তৈরী ৪৩,৩১১.০৮ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার জাহাজ ক্রয়ের জন্য ১০% মার্জিনে ৭২৭২.২৫ লক্ষ টাকার এলসি স্থাপনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ১৬/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/টিএফডি/২০১১/২ এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- বর্ণিত পুরাতন জাহাজটি ভবিষ্যতে কত বৎসর যাবৎ চলতে পারবে সে সর্ম্পকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হতে প্রত্যয়ন গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে জাহাজ ক্রয়ের জন্য গ্রাহকের ইক্যুইটি আছে ১৭০৯.২৫ লক্ষ টাকা যা ব্যাংক ঋণের ২১% মাত্র। সাধারণত ৬০ ঃ ৪০ হিসাবে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইক্যুইটি অপর্যাপ্ত। গ্রাহক কর্তৃক জাহাজটির ক্রয় বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২৭২.২৫ লক্ষ টাকা। জাহাজটির প্রকৃত মূল্য ব্যাংক কর্তৃক যাচাই না করে উক্ত জাহাজ ক্রয়ের জন্য ৬৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক জাহাজ সরবরাহকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র সংগ্রহ করে এবং ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রকৃত দর যাচাই করে এলসি স্থাপনের নিয়ম। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের স্বার্থ উপেক্ষা করে উক্ত ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানপূর্বক ৮ বছরের মাসিক কিস্তিতে ঋণের দায় পরিশোধযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহক ঋণের কোন টাকা পরিশোধ করেনি। ঋণের কিস্তি পরিশোধযোগ্য হওয়ার সাথে সাথে ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ০৩/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণের আসল ৬৪৯৮.০০ লক্ষ+ সুদ ৭০১.৯১ লক্ষ টাকাসহ মোট ৭১৯৯.৯১ লক্ষ টাকা দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- জাহাজ ব্যবসা পরিচালনার জন্য মেসার্স বেলায়েত নেভিগেশন এর নিকট হতে কোলেটারেল সিকিউরিটি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন কোলেটারেল সিকিউরিটি মর্টগেজ না নিয়ে ঋণ প্রদান করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য এবং উক্ত ঋণ ব্যাংকের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪৩,৩১১.০৮ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়ের জন্য ৬৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা ০৮ (আট) বছর মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী জয়েন্ট রেজিঃ মর্টগেজ করা হয়েছে। সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবসার সম্ভাবনা বিবেচনায় যথাসময়ে ঋণের দায় আদায় হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোলেটারেল সিকিউরিটি বন্ধক ছাড়া টার্ম লোন মঞ্জুর ও বিতরণ করা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯-০৫-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জামানত হিসাবে জাহাজটির ব্যাংকের নামে জয়েন্ট রেজিস্ট্রেশন করা আছে এবং ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রয়েছে। নিরীক্ষা দলের পরামর্শ মোতাবেক অতিরিক্ত সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃতকরণের জন্য শাখাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে

২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন প্রকার কোলেটারাল সিকিউরিটি ছাড়া ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ আইনসম্মত না হওয়ায় সমপরিমাণ কোলেটারাল সিকিউরিটি গ্রহণ অথবা সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- পর্যাপ্ত পরিমাণ কোলেটারেল সিকিউরিটি ছাড়া ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ বিধিসম্মত না হওয়ায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত টাকা আদায় করে ঋণের সমপরিমাণ কোলেটারাল সিকিউরিটি গ্রহণ অথবা ঋণের দায় দ্রুত আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ- ০৪

শিরোনাম : শাখার বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও এবং শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন ব্যতিরেকে ও গ্রাহকের ন্যূনতম ইক্যুইটি প্রদান ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণ, সিসি হাইপোঃ, এলটিআরসহ এলসি লিমিট প্রদান করায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৬৩৫৯.৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ ও ক্ষতির সম্ভাবনা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন ও গ্রাহকের নুনতম ইক্যুইটি প্রদান ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণ, সিসি হাইপো, এলটিআরসহ এলসি লিমিট প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতির সম্ভবনা ৬৩৫৯.৪৬ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৪")।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স আর.কে. ফুডস লিঃ কে খাদ্য জাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য শাখার বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের ১৬-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পত্র নম্বর বেসিক/এইচও/ আইসিডি/২০১১/৫৬০ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বা টার্ম লোন বাবদ ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস ব্যাতিরেকে ৫ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এবং সিসি হাইপোঃ ঋণ বাবদ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা এক বৎসরের মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের ১৪-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৭০৮৭ ও ১৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর ৯৭৭৭ এর মাধ্যমে সিসি হাইপোঃ ঋণ ০৯-০৩-২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা ও এলটি আর ঋণ ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা ০৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়।
- শাখা কর্তৃক উক্ত ঋণ বিতরণের জন্য কোন সুপারিশ করা হয়নি। বরং জামানত অপর্যাপ্ত ও ঋণ প্রদানের স্বপক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি মর্মে শাখার ১৪-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বেসিক/ডিআইএল/ক্রেডিট/২০১১/৭২৬ তে উল্লেখ করা হয়।
- উক্ত প্রকল্পটি এক্সিম ব্যাংক মালিবাগ শাখায় অর্থায়নকৃত ছিল। এই ব্যাংক কর্তৃক উক্ত প্রকল্পটি অধিগ্রহণ করা হয়।
- শাখার ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বেসিক/ডিআইএল/ক্রেডিট/২০১২/২০৪০ হতে দেখা যায় যে,৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের ঋণের ইক্যুইটি ছিল ১১৯.২৩ লক্ষ ও ব্যাংকের ইক্যুইটি ছিল ৪৯১৩.৫৫ লক্ষ টাকা। গ্রাহকের ইক্যুইটির অংশ মোট ব্যয়ের ২.৩৭% মাত্র।
- বিতরণযোগ্য সিসি হাইপোঃ ঋণের টার্নওভার ৩ গুণের পরিবর্তে মাত্র ০.৬৩ গুণ হয়েছে। সিসি হাইপো ঋণের টার্নওভার সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও সিসি (হাইপো) ঋণ ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়।
- বেসরকারী জরিপ প্রতিষ্ঠান দেশ পরিদর্শন কোম্পানী কর্তৃক ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জরিপ প্রতিবেদনে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বন্ধককৃত সম্পত্তি ও যন্ত্রপাতির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ১২৬০৫.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ উক্ত সম্পত্তির বর্তমান প্রকৃত মূল্য শাখা কর্তৃক ও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক যাচাই করা হয়নি। যা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ১৩-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বেসিক/এইচও/ সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ পরিপন্থী।
- ১০-০৫-২০১২ খ্রিঃ ও ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তে ৯৫.৫২ ও ১৬৪.৪৯ লক্ষ টাকার ২টি এলটিআরের মেয়াদ উত্তীর্ণ দায় থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে অনিয়মিতভাবে ৩৪৯.৬০ লক্ষ টাকার ১০টি এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়।
- মেসার্স আর.কে. ফুডস কর্তৃক ২০-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত স্টক রিপোর্টের বিবরণী হতে দেখা যায় যে, মোট ১০১৫.০০ লক্ষ টাকার উৎপাদিত ও উৎপাদনযোগ্য পণ্যের মজুদ ছিল। অথচ শাখা কর্তৃক উক্ত সময়ে ১২০০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। যদিও উক্ত তারিখে মোট ১৬০০.০০ লক্ষ টাকার মালামাল মজুদ থাকার নিয়ম।
- ৩১-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সিসি হিসাব হতে ৫৯,৯৯,৫৫৪ টাকা টার্ম লোন জমা করা হয়। যদিও সিসি হাইপোঃ ঋণ প্রদান করা হয় ব্যবসার কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য। প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় না করে টার্ম লোনের দায় পরিশোধ করা ঋণের মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- বর্তমানে ঋণ হিসাবে ৫৪৩.৪১ লক্ষ টাকা ওভারডিউ দায়সহ মোট ৬৩৫৯.৪৬ লক্ষ টাকা দায় রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কয়েক প্রকারের খাদ্য পণ্য উৎপাদনকারী। প্রকল্পটির অন্যতম পণ্য হলো এনার্জি ড্রিংকস্। বিএসটিআইর সম্মতি সূচক জবাব পাওয়া গেলে অচিরেই বাজারজাতকরণ শুরু হবে। কারখানা সম্পূর্ণ চালু হলে ঋণের দায় আদায় হবে ও সন্তোষজনক লেনদেন হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ উৎপাদিত পণ্যের পরীক্ষামূলক উৎপাদনের পরই সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পণ্য উৎপাদনের পূর্বেই এবং প্রকল্প বাস্ত বায়নের সার্টিফিকেট ইস্যুর পূর্বেই সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ করা এবং শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে ঋণ বিতরণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবটি জামানত দ্বারা আবৃতকরণের জন্য গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং ৯২.২৭ লক্ষ টাকা এলটিআর সমন্বয় হয়েছে। অন্যান্য দায় সমন্বয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ) অনুসরণ করা হয়নি বিধায় ঋণের বিপরীতে সমপরিমাণ কোলেটারাল সিকিউরিটি বন্ধকসহ অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আলোচ্য অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে সঠিকভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের বিপরীতে ১০০% কোলেটারাল সিকিউরিটি বন্ধকসহ ঋণের ওভারডিউ দায় আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৫

শিরোনাম : শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে মেসার্স এ্যাপোলো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ কে ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে এসটিএল, এলটিআর ও সিসি লোন বিতরণ এবং অনিয়মিতভাবে সময় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ৫,৫৬৩.৭৪ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০ ১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে মেসার্স এ্যাপোলো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ কে ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে এসটিএল, এলটিআর ও সিসি লোন বিতরণ এবং অনিয়মিতভাবে সময় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের অনাদায়ী ৫,৫৬৩.৭৪ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৫"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স এ্যাপোলো ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশনকে প্রধান কার্যালয়ের ৩০/১২/২০১০খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/১৫১০৪/২০১০/০৪ এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশের বিপরীতে এসটিএল ঋণ বাবদ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এলটিআর ঋণ বাবদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও এসওডি ঋণ বাবদ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ৩১/০৮/২০১০খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহকের মেয়াদোত্তীর্ণ ১২ টি এলটিআর ঋণের মধ্যে ৯ টি শ্রেণীকৃত এলটিআর ঋণে ডাউনপেমেন্ট আদায়পূর্বক পুনঃতফসিলসহ সময় বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ৯ টি ঋণের বিপরীতে কার্যাদেশের মেয়াদ না থাকা সত্ত্বেও এবং কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কার্যাদেশের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা উহা যাচাই না করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা ঋণের মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী। অপর ৩ টি এলটিআর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে নিয়মবহির্ভূতভাবে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত মালামাল ৯০ দিন হতে ১৮০ দিনের মধ্যে বিক্রয় অথবা ব্যবহারপূর্বক ঋণের দায় পরিশোধের জন্য বিশ্বস্ত তার ভিত্তিতে এলটিআর ঋণ বিতরণযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে এলটিআর ঋণের মেয়াদ ২ বৎসর পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে। যা এলটিআর ঋণের নীতিমালা পরিপন্থী।
- অপরদিকে ৫ টি এসটিএল এর বিপরীতে কার্যাদেশের মেয়াদ শেষ হলেও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। উক্ত ঋণের দায় মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী আদায়যোগ্য। কিন্তু উক্ত শর্ত মোতাবেক ঋণের দায় আদায় না করে ও কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা গ্রহণ না করে ঋণসমূহ পুনঃতফসিল করা হয়েছে।
- অপর ১৩ টি এসটিএল এর মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়/ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৩/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-১৫ এর পরিপন্থী।
- গ্রাহকের ৩০/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখের ৫২৫৪.৭২ লক্ষ টাকার বিপরীতে সহায়ক জামানত (কোলেটারাল সিকিউরিটি) আছে মাত্র ৩২৯২.৯১ লক্ষ টাকা। সহায়ক জামানত (কোলেটারাল) সিকিউরিটির ঘাটতি রয়েছে ১৯৬১.৬৩ লক্ষ টাকা।
- মঞ্জুরী আদেশের শর্তাবলী অনুসারে ঋণের বিপরীতে ১০০% কোলেটারাল সিকিউরিটি রেজিস্টার্ড মর্টগেজ নেওয়া হয়নি।
- অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের ১৫/০৩/২০১১খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ অনুসারে বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য শাখা কর্তৃক মূল্যায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও আলোচ্যক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাপোলো প্রপার্টিজ বিল্ডার্স লিঃ কে শাখার ২৯/১/২০১১খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/ডিল/ক্রেডিট/২০১১/৫৩৫ এর মাধ্যমে টার্মলোন বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকা দুই বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ও এসটিএল বাবদ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এক বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক এসটিএল এর কোন দায় পরিশোধ করেনি। ৬১.৫২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। অপরদিকে টার্ম লোন বিতরণকৃত ২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে কোন টাকাই গ্রাহক পরিশোধ করেনি। ৩০/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এসটিএল ও টার্ম লোনের (৬১.৫২ লক্ষ + ২৪৭.৫০ লক্ষ) বা ৩০৯.০২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- গ্রাহক ফ্লাট বিক্রয়ের কোন টাকাই ঋণ হিসাবে জমা করেনি এবং শাখা হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের উক্ত টাকা আদায় অনিশ্চিত। বর্ণিত হিসাব দুইটিতে মোট,(৩০৯.০২+৫২৫৪.৭২) বা ৫৫৬৩.৭৪ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।

- গ্রাহক রিহাবের সদস্য কিনা উহাও যাচাই করা হয়নি। উক্ত ঋণের বিপরীতে ঢাকা ও চাঁদপুরে ৬৪.৪৪ শতক জমি মর্টগেজ নেওয়া হয়েছে । উক্ত মর্টগেজকৃত জমির মূল্য শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঠিকাদারী কাজে অংশ গ্রহণ ও কাজ সম্পাদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এসওডি, এলটিআর ও এসটিএল বিতরণ করা হয়। ঋণের দায়ের বিপরীতে সম্পত্তি মর্টগেজকৃত এবং বিল ব্যাংকের নামে বিধায় ঋণটি নিরাপদ। অপরদিকে উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে রিয়েল এষ্টেট ব্যবসার জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ঋণের বিপরীতে মর্টগেজকৃত সম্পত্তির মূল্য পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য মূল্যায়ন করা হয়নি। ঋণের দায় আদায় এবং কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ না করে শ্রেণীকৃত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা বিধিসম্মত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৫৬৫.৯৩ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক এলটিআরসমূহ প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনে নিয়মিত করা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর -১৫ মোতাবেক এসটিএল ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দায়/ডাউনপেমেন্ট আদায় না করা আইনের পরিপন্থী এবং ঋণের বিপরীতে সমপরিমাণ সিকিউরিটি মানি গ্রহণসহ অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক শাখা কর্তৃক ঋণের বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়নপূর্বক পর্যাপ্ত কোলেটারাল সিকিউরিটি বন্ধক নিয়ে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ও ওভারডিউ দায় আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৬

শিরোনাম: ভুয়া জমি বন্ধকের বিপরীতে সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণ এবং তাৎক্ষণিক নগদায়নযোগ্য নিরাপত্তা জামানত বন্ধক না দেওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১০৩১.৪৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ভূয়া জমি বন্ধকের বিপরীতে সিসি হাইপোঃ ঋন বিতরণ করায় এবং নগদায়নযোগ্য নিরাপত্তা জামানত বন্ধক না দেওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১০৩১.৪৫ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৬"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স সিমেক্স লিমিটেডকে প্রধান কার্যালয়ের ১৪/৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/১৫১২৬/৩৩২৯ এর মাধ্যমে নির্মাণ কাজের মালামাল সরবরাহ ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ সরবরাহের জন্য ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ও ৩০.০০ লক্ষ টাকা এসওডি ঋণ ২৮/০২/২০১২খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সিসি হাইপোঃ ঋণ চলমান ব্যবসার জন্য বিতরণের নিয়ম। উক্ত ব্যবসার জন্য সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণযোগ্য নহে।
- অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের ০৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/১৫১২৬/১৩৮৫৩ এর মাধ্যমে সিসি হাইপোঃ ঋণ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও এসওডি ঋণ ৩০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১২০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ২৮/০২/২০১২খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ অনুমোদন করা হয়। শাখা কর্তৃক যথারীতি ঋণ বিতরণ করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ১৫/০৪/২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর- এইচও/সিসিডি/২০১২/১৫১২৬/৫৭৬৩ এর মাধ্যমে উক্ত সিসি হাইপোঃ ঋণ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণের জন্য ঋণসীমা বৃদ্ধি করা হয় এবং পরবর্তীতে শাখা কর্তৃক ৯১৪.৭৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। বৃদ্ধিকৃত ঋণের বিপরীতে ১৪৫২ শতক ও ৩০০.০০ শতক জমি ভুয়া মর্টগেজ নেয়া হয়েছে। যা শাখা কর্তৃক যাচাইয়ে ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত হয়।
- এসওডি ঋণের জামানত তাৎক্ষণিক নগদায়নযোগ্য। জামানতের বিপরীতে এসওডি ঋণ বিতরণের নিয়ম। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে জমি মর্টগেজ রেখে এসওডি বা সিকিউরড ওভারড্রাফট ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা বেসিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- সিসি হাইপোঃ ও এসওডি ঋণের দায় নিয়মিত পরিশোধ না করায় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ায় ঋণদ্বয় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে এবং ব্যাংকের (৯৪২.০২ + ৮৯.৪৩) লক্ষ টাকাসহ মোট = ১০৩১.৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- ব্যাংকের টাকা গ্রহণকারী গ্রাহককে ঋণ প্রদান এবং গ্রাহকের নিকট হতে দ্রুত ঋণের টাকা আদায় না করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সিসি হাইপোঃ ঋণ ও এসওডি ঋণ শাখা হতে বিতরণ করা হয়। বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে অনিয়ম উৎঘাটিত হওয়ায় গ্রাহক পুনরায় অন্য জমি মর্টগেজ প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে। মর্টগেজ সম্পাদনপূর্বক গ্রাহক ব্যবসা না করলে ঋণের টাকা আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঋণ বিতরণের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তি নিষ্কণ্টক আছে কি না উহা যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম ও ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব জামানত দ্বারা আবৃতকরণ ও নিয়মিত/ সমন্বয়করণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শাখাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় ঋণগ্রহীতা ঋণ উত্তোলনের ক্ষেত্রে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে যা গুরুতর অনিয়ম ও ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী এবং সিসি ঋণ প্রদানে

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি বিধায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণ গ্রহীতা ঋণ উত্তোলনের ক্ষেত্রে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করায় ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে গ্রাহক ও ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে এসটিএল ও এলটিআর ঋণ প্রদান এবং গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনরায় ঋণ প্রদান ও সুদ মওকুফ সত্ত্বেও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১২০৩.৫৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে এসটিএল ও এলটিআর ঋণ প্রদান এবং গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনরায় ঋণ প্রদান ও সুদ মওকুফ সত্ত্বেও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১২০৩.৫৮ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স খন্দকার ট্রের্ডাস লিঃ কে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশের বিপরীতে প্রধান কার্যালয়ের ০৬/১২/২০০৭খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-এইচও /সিসিডি / ১৫০৪১ /২০০৭ /১৬১৯৪ এর মাধ্যমে এসটিএল বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ৩০/০৬/২০০৮খ্রিঃ মেয়াদে ও এলটিআর ঋণ সৃষ্টির তারিখ হতে ১৮০ দিন। মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক ৩০৩.৮১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ১৮০ দিন মেয়াদে এলটিআর ঋণ পরিশোধের শর্তে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সীমা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক ৩০৩.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ সীমা অপেক্ষা ১২৩.৮১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়, যা মঞ্জুরীপত্রের শর্ত পরিপন্থী। উক্ত দায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী হওয়ার পরও প্রধান কার্যালয়ের ১৬/০৬/২০১০খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/টিএটিডি/২০১০/৭৭১ এর নির্দেশ অনুসারে এলটিআর বাবদ ২৭০.০০ লক্ষ টাকা ১৬/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয় এবং এসটিএল এর দায় আদায় না হওয়া সত্ত্বেও এসটিএল বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়, যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- অপর দিকে ০৭/০৫/২০০৮ খ্রি: তারিখের পত্র নং- এইচও/সিসিডি/১৫৪১/৪৭৭৪ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্য ৩৫৪.১৪ লক্ষ টাকা এসটিএল ঋণ বিতরণ করা হয়।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের বিল শাখায় প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করায় উক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের ০৯/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-৭৯৭৫ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ ৩১/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। ঋণের অনাদায়ী ১২০৩.৫৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪৮৯.৯২ লক্ষ টাকা। বন্ধকী সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- প্রধান কার্যালয়ের ০৮/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/ডিন/ক্রেডিট/২০১২/২২৬৭ এর মাধ্যমে কোন ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে ২৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করতঃ অবশিষ্ট ৯৬৯.৯৩ লক্ষ টাকা ১৯/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আদায়ের শর্ত আরোপ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। ফলে মোট ১২০৩.৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীণ।
- একদিকে ঋণের মেয়াদ বারবার বৃদ্ধি করে ঋণ হিসাব নিয়মিত রাখা হয়েছে অপর দিকে নতুনভাবে ঋণ বিতরণ করে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধন করে গ্রাহককে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা ব্যাংকের ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণের দায় আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহক ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় Exit Policy এর আওতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয় এবং ১৮/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। গ্রাহক জমি বিক্রয় করে ঋণের দায় পরিশোধ করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঋণের বিপরীতে জামানত ঘাটতি রেখে ও ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনরায় ঋণ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাব জামানত দ্বারা আবৃতকরণ এবং লেনদেন সন্তোষজনক রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শাখাকে পরামর্শ প্রদানসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণ হিসাবটি জামানত দ্বারা আবৃত আছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় পর্যাপ্ত জামানত না রেখে এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনরায় ঋণ প্রদান করায় জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮

শিরোনাম : প্রচলিত নীতিমালা উপেক্ষা করে ও পর্যাপ্ত জামানত বন্ধক না নিয়ে সিসি হাইপোঃ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১,২৩৯.৯৯ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রচলিত নীতিমালা উপেক্ষা করে ও পর্যাপ্ত জামানত বন্ধক না নিয়ে সিসি হাইপোঃ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১,২৩৯.৯৯ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৮"তেদেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার গ্রাহক মেসার্স সারা ইমপোর্ট লিঃ কে শাখার সুপারিশ ব্যতিরেকে বিবিধ মালামাল ক্রয়, সরবরাহের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ২১/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/ ২০১১/১৫১৩৪/১১৩০ এর মাধ্যমে ১২.০০ কোটি টাকা সিসি হাইপোঃ ঋণ ২০/০১/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। গ্রাহকের শাখায় কোন ব্যবসা ছিল না। ব্যবসা করার নিমিত্তে ৩০/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব খোলা হয়।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কারখানা জয়পুরহাটের হিলিতে অবস্থিত। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা যায় কিনা বা কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যায়, সে সম্পর্কে শাখার কোন সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উক্ত ঋণ বিতরণের আদেশ প্রদান করা হয় যা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।
- ১২০০ লক্ষ টাকা ঋণের বিপরীতে সম্পত্তি মর্টগেজ নেয়া হয়েছে মাত্র ৫৬২ লক্ষ টাকা, যা অপর্যাপ্ত। ফলে ঋণের সমপরিমাণ মর্টগেজ না নিয়ে ব্যাংকের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তদুপরি ঋণের মঞ্জুরী আদেশ অনুসারেও যথাযথ সম্পত্তি মর্টগেজ অদ্যাবধি নেয়া হয়নি।
- ঋণ বিতরণ করা হয় ২১/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের অনেক পরে মাত্র ৫৬২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি মর্টগেজ নেয়া হয় যা ঋণ বিতরণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- ২০/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি রয়েছে ১২৪০ লক্ষ টাকা।
- লিমিট অতিরিক্ত দায় রয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা।
- ঋণের টার্নওভার হওয়ার কথা ৩ (তিন) গুণ। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে টার্নওভার হয়েছে মাত্র ০.১৩ গুণ যা ব্যাংকের জন্য ক্ষতিকর।
- ঋণ প্রদান করা হয়েছে ২১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে আর ১২৮ শতাংশ জমি তৃতীয় পক্ষের নামে মর্টগেজ করা হয় ২৪-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে যা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণটি মঞ্জুরী প্রদান করায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণের বিপরীতে জামানত বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ঋণটি নিয়মিত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ঋণ বিতরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় সহায়ক জামানত (কোলেটারাল সিকিউরিটি) মর্টগেজ নেওয়ার পর ঋণ বিতরণ করার নিয়ম। প্রয়োজনীয় কোলেটারাল সিকিউরিটি না নিয়ে ঋণ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মঞ্জুরী পত্র অনুযায়ী জামানত হিসেবে ১২৮ শতাংশ জমি মর্টগেজ করা হয়েছে এবং ঋণ হিসাবে সন্তোষজনক লেনদেন করার জন্য শাখা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের দেড়গুন সহজামানত গ্রহণের নিয়ম থাকলেও ১০% কোলেটারাল জামানত রেখে ঋণ প্রদান করা হয়েছে যা গুরুতর অনিয়ম। ঋণ প্রদানের পর ২৬৩.১১ লক্ষ টাকা সমন্বয়ের কথা বললেও কোন প্রমাণক নেই বিধায় অনাদায়ী সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

৫—

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত (কোলেটারাল সিকিউরিটি) গ্রহণ করে ঋণ নিয়মিত করতে হবে এবং ঋণের বিপরীতে ৩ গুণ টার্ণওভার পূর্ণ না হলে ঋণের দায় আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৯

শিরোনাম : পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ করতঃ নতুন গ্রাহককে প্রদানকৃত সিসি হাইপো ও প্রকল্পের ঋণের দায় বাবদ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি মোট ৩৫৫.৭৯ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ করতঃ নতুন গ্রাহককে প্রদানকৃত সিসি হাইপো ও প্রকল্পের ঋণের দায় বাবদ ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩৫৫.৭৯ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৯" তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার নতুন গ্রাহক মেসার্স প্রিন্টারস লাইন লিঃ কে শাখার সন্তোষজনক সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রধান কার্যালয়ের ১৫/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১০/৭৩১৩/৭৩১ এর মাধ্যমে মুদ্রণ ব্যবসার টার্ম লোন (প্রকল্প ঋণ) বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদে ও সিসি হাইপোঃ ঋণ বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ০১ (এক) বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। সিসি হাইপোঃ ঋণের মধ্যে ৯৭.০০ লক্ষ টাকা পূবালী ব্যাংক লিঃ এর দায় পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট টাকা প্রিন্টারস লাইনের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে সিসি হাইপোঃ ঋণের মেয়াদ ২০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে এবং ১৭৫.৪২ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- অপরদিকে প্রিন্টারস লাইন লিঃ কে কাজের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদে অর্থাৎ ২৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টার্ম লোন বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।
- প্রিন্টারসের যন্ত্রপাতির দাখিলকৃত কোটেশনের মূল্য শাখা কর্তৃক যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- শাখার সুপারিশপত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে ঋণ প্রদান করা যায় কিনা এবং শাখার মুনাফা হবে কিনা কিংবা গ্রাহকের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করায় প্রমাণিত হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনানুসারে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণের জন্য শাখা হতে সুপারিশ করা হয়েছে।
- বেসরকারি জরীপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়নকৃত মর্টগেজকৃত সম্পত্তির মূল্য ২০৭.৬০ লক্ষ টাকা। আর মূলধন বিতরণ করেছেন ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ১০০% ঋণের বিপরীতে ৯২.৪০ লক্ষ টাকা সহজামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কাজেই পর্যাপ্ত জামানত মর্টগেজ না নিয়ে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- মর্টগেজকৃত সম্পত্তির মূল্য শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন না করে বেসরকারি কোম্পানী কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ এর পরিপন্থী ।
- টার্ম লোনে নিয়মিত কিস্তি র টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে এবং টার্ম লোনের ১৮০.৩৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ০২ (দু'টি) ঋণ হিসাবে মোট (১৭৫.৪২ + ১৮০.৩৭) লক্ষ = ৩৫৫.৭৯ লক্ষ টাকা শ্রেণীকৃত ও অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন ও ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত হলেও গ্রাহকের সাথে আলোচনাক্রমে ঋণের দায় আদায় ও নিয়মিত করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহকের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা যাচাই না করে ও শাখার মুনাফা অর্জনের দিক বিবেচনা না করে ঋণ হিসাবটি অধিগ্রহণ করে শ্রেণীকৃত ঋণের দায় সৃষ্টি করা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী। অপরদিকে ঋণের বিপরীতে শাখা কর্তৃক কোলেটারাল সিকিউরিটি মূল্যায়ন না করে ও জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, শ্রেণীকৃত ঋণ নিয়মিত/সমন্বয়করণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে/চালানো হচ্ছে। এছাড়া আইনী প্রক্রিয়ায় ঋণের দায় আদায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় পর্যাপ্ত

জামানত_না রেখে টার্ম লোন (প্রকল্প ঋণ) ১.৫৩ লক্ষ টাকা ৫ বছর মেয়াদে ও সিসি(হাইপোঃ) ঋণ বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ১ বছর মেয়াদে প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত মেয়াদের মধ্যে ঋণ সমন্বয় সম্পর্কে কোন জবাব না থাকায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সহায়ক জামানত (কো-টারাল সিকিউরিটি) ঘাটতি রেখে ও শাখার মূল্যায়ন ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণের পদ্ধতি পরিহার করতঃ ঋণের অনাদায়ী টাকা দায়ী গ্রাহকের নিকট হতে আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১০

শিরোনাম : গ্রাহকের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু না থাকার পরও মেসার্স বেস্ট এক্সেসরিজকে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৯৫.৫১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহকের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু না থাকার পরও মেসার্স বেস্ট এক্সেসরিজকে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৯৫.৫১ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১০"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স বেস্ট এক্সেসরিজকে প্রধান কার্যালয়ের ১৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/১৪২৮৫ এর মাধ্যমে গার্মেন্টস এর এক্সেসরিজ ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২৬/০৯/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে ১৬% সুদে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শাখা হতে সিসি (হাইপো) ঋণ বাবদ ২,৭২,৯৮,০৬৬ টাকা বিতরণ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা নিয়মিত ব্যবসা পরিচালনা না করায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- শাখার ১৬/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখের সুপারিশ পত্র হতে দেখা যায় যে, গ্রাহকের উক্ত ব্যবসা করার কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং গ্রাহকের আয়কর প্রত্যয়নপত্র না থাকা সত্ত্বেও শাখা হতে ঋণ মঞ্জুরীর জন্য সুপারিশ করা হয়।
- শাখা কর্তৃক প্রত্যেক মাসের মালামালের স্টক রিপোর্ট গ্রহণ না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতা ঋণের দায় পরিশোধ না করার বা ঋণ পরিশোধের জন্য যোগাযোগ করা হলে পত্র ফেরত আসে এবং শাখার পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। ফলে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহকের ব্যবসা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্যবসা না থাকা সত্ত্বেও সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের ২৯৫.৫১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত। ।
- নিয়মবর্হিভুতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের জন্য দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা বিধিসম্মত নহে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ শ্রেণীকরণ হওয়ায় গ্রাহকের সাথে আলোচনাক্রমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহকের ব্যবসা পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় এবং শাখার মুনাফা অর্জনের বিষয় বিবেচনা না করে ঋণ বিতরণ করা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিআরপিডি সার্কুলার অনুসরণ করে গ্রাহকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট গ্রহণপূর্বক ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ/সমন্বয়ের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় ১৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং ১৬-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সুপারিশপত্রে দেখা যায় যে গ্রাহকের ব্যবসায়িক কোন অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোন ব্যাংকিং প্রমাণপত্র না থাকা সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে বিধায় দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- ঋণ মঞ্জুরীর সাথে জড়িত দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১১

শিরোনাম : শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে মেসার্স ইমারেল্ড ওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কে টার্ম লোন, এসটিএল ও সিসি (হাইপোঃ) লোন বিতরণ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৬,৯৪৮.১৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে ১১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত করা হয়। নিরীক্ষাকালে ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে মেসার্স ইমারেল্ড ওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কে টার্ম লোন, এসটিএল ও সিসি (হাইপোঃ) লোন বিতরণ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৬,৯৪৮.১৯ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১১"তেদেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ইমারেল্ড ওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ১৩/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১০/১১৯৬০ এর মাধ্যমে ধানের কুড়া থেকে সয়াবিন তেল উৎপাদনের জন্য এক বৎসর গ্রেস পিরিয়ড প্রদানসহ ৫ বৎসর মেয়াদে মাসিক কিস্তি তে পরিশোধের শর্তে প্রকল্প অধিগ্রহণ করতঃ টার্ম লোন বাবদ ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। শাখা হতে ২০/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঋণ বিতরণ করা হয় । ঋণের কিস্তি আদায়যোগ্য হলে ঋণের গ্রেস পিরিয়ড এক বৎসরের পরিবর্তে দুই বৎসর করা হয়। কিন্তু কোন ডাউনপেমেন্ট আদায় করা হয়নি।
- একই প্রকল্পের জন্য ২ মাস মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এসটিএল বাবদ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রধান কার্যালয়ের ০৬/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/৯৯৭৯ এর মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু উক্ত টাকা পরিশোধযোগ্য হলে পুনঃতফসিলকরণে'র মাধ্যমে ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে সময় বৃদ্ধি করা হয়। ঋণ গ্রহীতা ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে ২য় বার পুণঃতফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-১৫ এর বিধান অনুসারে ১২০.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট আদায়যোগ্য হয়। কিন্তু সেখানে মাত্র ৫০.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট আদায় সাপেক্ষে ঋণের মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কিস্তি পরিশোধের সময়সূচী প্রদান করা হয়নি। অবশিষ্ট ডাউনপেমেন্টের ৭০.০০ লক্ষ টাকা আদায় না করে ও মাসিক কিস্তি পরিশোধের সূচী প্রদান করা হয়নি। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- অপরদিকে একই প্রকল্পের বিএমআরই ঋণ বাবদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এক বৎসরের গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করতঃ ৫ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের লক্ষ্যে টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয় এবং শাখা হতে উক্ত টাকাও বিতরণ করা হয়। ০৫/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি রয়েছে মোট ৬৯৪৮.১৯ লক্ষ টাকা। অথচ বেসরকারী জরীপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৭/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখের জরীপ প্রতিবেদন অনুসারে বন্ধকী সম্পত্তির তাৎক্ষণিকবিক্রয় মূল্য মূল্যায়ন করা হয় ২৩.৬৮কোটি টাকা, যা ঋণের বিপরীতে অপর্যাপ্ত।
- প্রধান কার্যালয়ের ১৩/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন সাপেক্ষে ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। অথচ উক্ত ঋণের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়ম পরিপালন করা হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা সিসি (হাইপোঃ) ঋণ এক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা হয়। টার্ম লোনের ৮৭.৯৯ লক্ষ টাকা ওভারডিউ দায় রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ইমারেল্ড ওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ কৃষি ভিত্তিক কাঁচামাল অর্থাৎ ধানের কুড়া থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে টার্ম লোন, বিএমআরই ঋণ এসটিএলসহ সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ভোজ্যতেল বাজারে খুব সুনাম অর্জন করেছে। গ্রাহক গত মাস হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে শুরু করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ঋণের বিপরীতে কোলেটারাল সিকিউরিটি ঘাটতি রেখে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা বিধিসম্মত নয়। অপরদিকে ডাউনপেমেন্ট ঘাটতি রেখে ঋণ পুনঃতফসিলকরণ ও ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দায় বৃদ্ধি করাও বিধিসম্মত নয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্পটির বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রয়েছে। প্রকল্প সম্প্রসারণ কাজে অর্থ ব্যয় হওয়ায় ওভারডিউ হয়েছে। টাকা আদায়ের জন্য শাখায় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

  উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় প্রতিষ্ঠানের জবাবে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত আছে বলা হলেও এসম্পর্কিত কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি এবং সম্পূর্ণ টাকা আদায় সাপেক্ষে আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য বিধায় আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক, ঋণের বিপরীতে ঘাটতি সহায়ক জামানত (কোলেটারেল সিকিউরিটি) সম্পাদন ও ভবিষ্যতে ঋণের দায় নিয়মিত আদায় করতঃ ঋণসমূহ নিয়মিত রাখার কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১২

শিরোনাম : জামানত অপেক্ষা দায় বেশী হওয়ায় এবং ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে সময় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮,৮৬৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, জামানত অপেক্ষা দায় বেশী হওয়ায় এবং ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে সময় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮,৮৬৫ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১২"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ঢাকা ব্যাংকের গ্রাহক মেসার্স আদিব ডাইং মিলস লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ওয়েল টেক্স ও ওয়েল সোয়েটার লিঃ এর দায় প্রধান কার্যালয়ের ১৪/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর- বেসিক/এইচও/ আইসিডি/২০১০/১০৮৭৮ একই তারিখের এর পত্র নম্বর-বেসিক /এইচও / আইসিডি /২০১০১০৮৭৯ এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম ব্যাংক ও ঢাকা ব্যাংকের দায় বাবদ (২৮০০.০০+৩২০০.০০) বা ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধপূর্বক উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের বিপরীতে ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা ও ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ/টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয়। শাখা হতে যথারীতি ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন হিসাবে বিতরণ করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী মেসার্স আদিব ডাইং মিলস লিঃ-কে টার্ম লোন বাবদ ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস প্রদান করতঃ ৫ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ঋণের বিপরীতে জমি, ভবন ও যন্ত্রপাতি বাবদ ২৩৫৩.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী ৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ফান্ডেড দায় রয়েছে ৮৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা ও নন ফান্ডেড দায় রয়েছে ৪৩৫২.৯৪ লক্ষ টাকা।
- উক্ত ঋণের বিপরীতে জামানত আছে মাত্র ৬৯২৫.০০ লক্ষ টাকা। ঋণের তুলনায় জামানত অপর্যাপ্ত রয়েছে। যা ব্যাংকের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপুর্ণ। উক্ত সম্পদের মূল্যায়ণ করা হয়েছে বেসরকারি জরীপ কোম্পানী কর্তৃক। অথচ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ১৩/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখা প্রদত্ত জামানতের মূল্যায়ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ হ্রাসের পরিবর্তে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ শাখা কর্তৃক জামানতের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা হয়নি। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- দি ওয়েল টেক্স লিঃ এর অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি নম্বর-১২৭৪১১০৪০২০৪ ও ১২৭৪১১০৪০৩৪৫ এর মাধ্যমে ৩৪৮৩৫২ মার্কিন ডলার (১ ডলার = ৮২.৭৯ টাকা) মূল্যের বাংলাদেশী ২৮৮.২৬ লক্ষ টাকা স্থানীয়ভাবে মালামাল আমদানির জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। মালামাল রপ্তানি না করায় ও আমদানিকারকের দায় পরিশোধ না করায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাব ডেবিট করে দায় পরিশোধ করা হয়। ফলে ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩০৬.০৬ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়। ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৪০৯.৩৪ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- অনুরূপভাবে মেসার্স ওয়েল সোয়েটার লিঃ এর পক্ষে ১২৭৪১১০৪০১৭৪ ও ১২৭৪১১০৪০৩৫৬ নম্বর ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে মালামাল আমদানির জন্য ২৪২,৬৫৬.০০ ডলার বা বাংলাদেশী ২০০.৯০ লক্ষ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। গ্রাহক মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ও আমদানিকৃত পণ্যের দায় পরিশোধ না করায় বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাব ডেবিট করে মূল্য পরিশোধ করায় ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ২২৩.৬৭ লক্ষ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ডাউন পেমেন্ট আদায় না করে এক বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। যা পুনঃতফসিলিকরণ আদেশের পরিপন্থী। ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে দুইটি ঋণ হিসাবে (৪০৯.৩৪ +২২৩.৬৭) বা ৬৩৩.০১ লক্ষ টাকা অনাদায় রয়েছে।
- গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আনান সক্স লি: এর যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য প্রধান কার্যালয়ের ২২/০৫/২০১১ খ্রি: তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/৯২৯৬ এর মাধ্যমে ১০% মার্জিনের ৩৬০ দিন মেয়াদে ১৪.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের এলসি স্থাপন করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক ২০/০২/২০১২ খ্রি: তারিখে পিএডি দায় সৃষ্টি করে ৬,৪৯,৭৬,৫৫০ টাকা ও ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৫,৪১,৪৫,৮৩০ টাকা যার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি পন্যের দায় পরিশোধ করা হয়েছে ২৮/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৬৬৮.০৫ লক্ষ টাকা ও ৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা ডিমান্ড লোনের অনাদায়ী রয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানে মোট অনাদায়ী রয়েছে ৮৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ১০০% রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান। ঋণ হিসাবসমূহ প্রিমিয়ার ব্যাংক গুলশান শাখা থেকে অধিগ্রহণ করে টার্ম লোন বিতরণ করা হয়। মেসার্স সাবাব এ্যাপারেলস লিমিটেড এর সম্পত্তি মেসার্স আদিব ডাইং ও ওয়েল টেক্স এর সম্পত্তির সাথে একীভূত, যা বেসিক ব্যাংকে মর্টগেজকৃত। ঋণের বিপরীতে এ পর্যন্ত ১৬৬০.৪৪ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ফান্ডেড দায়ের তুলনায় জামানত অপর্যাপ্ত রয়েছে। অপরদিকে রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে পুনরায় ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়েছে। শাখা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এর অভাবের কারণেই দিন দিন ডিমান্ড লোনসহ ফান্ডেড দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, টার্ম লোনের ওভারডিউ দায় ১৫০.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে এবং ডিমান্ড লোনের অনাদায়ী দায় সমন্বয় এবং ঋণাংকের সরকারি মান জামানত দ্বারা আবৃত করার জন্য বলা হয়েছে। ২৪/০৬/২০১৪ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয় যাতে ঋণের সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের ফান্ডেড দায়ের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ও ভবিষ্যতে নন ফান্ডেড দায় যেন ফান্ডেড দায়ে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনসহ ওভারডিউ দায় আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদ -১৩

শিরোনাম : আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট পিএডি ও ডিমান্ড লোনের ১২৩৭.৬৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট পিএডি ও ডিমান্ড লোনের ১২৩৭.৬৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" তেদেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- শাখার গ্রাহক মেসার্স আনান সক্স লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ২২/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/৯২৯৬ এর মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পের মেশিনারি/যন্ত্রাংশ আমেরিকা হতে আমদানির নিমিত্তে ও ৩৬০ দিন মেয়াদে ১০% মার্জিনে ১৪.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের আমদানি এলসি স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে শাখা হতে ১৯/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৩,৭৩,৮৭৫ ডলারের এলসি নম্বর-১২৭৪১১০২০০০৮ স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসির মধ্যে ৭,৩০,৩৫০ ডলারের মেয়াদ প্রদান করা হয়। ১৯/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ ৬,৪৩,৫২৫ ডলার পরিশোধের মেয়াদ প্রদান করা হয় ০১/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখ। কিন্তু গ্রাহক মালামাল গ্রহণ করলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করায় ব্যাংক রপ্তানিকারককে পিএডি হিসাব ডেবিট করে ২০/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৬,৪৯,৭৬,৫৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট মূল্য গ্রাহক ও ব্যাংক পরিশোধ না করায় ব্যাংকের নষ্ট্রো (NOSTRO) হিসাব ডেবিট করে রপ্তানিকারকের দায় পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৫,৪১,৪৫,৮৩০ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়।
- গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের সামর্থ্য যাচাই না করে ও কোন প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর না করে এলসি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের অপ্রত্যাশিত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- সৃষ্ট পিএডি ও ডিমান্ড লোনের ৩০/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদসহ গ্রাহকের নিকট হতে সর্বমোট (৬৬৯.৪৯+৫৬৮.১৫) বা ১২৩৭.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যাংক আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- এলসি স্থাপনের সময় উক্ত দায়ের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত (কোলেটারাল) সিকিউরিটি মর্টগেজ নেওয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ১০০% রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের নামে অটোমেটিক মেশিনারিজ আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ডিমান্ডলোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হয়েছে। হিসাবের দায় দ্রুত সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আমদানিকৃত পণ্যের দায় পরিশোধের সামর্থ্য যাচাই না করে বা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর না করে আমদানি এলসি স্থাপন করা বিধিসম্মত নয়। অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাব ডেবিট করে দায় পরিশোধ করায় ব্যাংকের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্টসহ ১০৬.৫৬ লক্ষ টাকা আদায় করে পিএডি ও ডিমান্ড লোনকে একটি মেয়াদী ঋণে রূপান্তর করা হয়েছে। মেয়াদী ঋণে রূপান্তরের পর কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধের কারণে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় আপত্তির জবাবে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত থাকার কথা বলা হলেও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি নিষ্পত্তিযোগ্য নয় বিধায় অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনাদায়ী টাকা সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৪

শিরোনাম : ঠিকাদারী কাজের বিপরীতে প্রদত্ত এসটিএল ও এসওডি লোন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২১০.১৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

- বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ঠিকাদারী কাজের বিপরীতে প্রদত্ত এসটিএল ও এসওডি লোন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২১০.১৭ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার গ্রাহক মেসার্স মেঘদুত এন্টারপ্রাইজ লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ২৫/০৯/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০০৮/১৫০৭৮/১০১৩৬ এর মাধ্যমে এলজিইডি (LGED) ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন ঠিকাদারী কাজের বিপরীতে ৭০.০০ লক্ষ টাকা ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এবং একই কাজের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ১৯/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/এসটিএল/২০০৮/১৫০৭৮/২৯৬১ এর মাধ্যমে ৮০.০০ লক্ষ টাকা ১২/০৯/২০০৮ খ্রিঃ মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ না করার পরও পুনরায় উক্ত ঋণ দ্বয়ের মেয়াদ ৩০/০৩/২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।মেয়াদ বৃদ্ধি করার পরও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি।
- অপরদিকে ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৭ (সাত) দিন পূর্বে একই কাজ বাস্তবায়নের জন্য এসওডি ঋণ হিসাবে শাখার সুপারিশক্রমে এইচও/সিসিডি/১৫০২৮/২০১০/৫৯৬৬ নং পত্রের মাধ্যমে ২৩/০৩/২০১০ তারিখে পুনরায় ৫০.০০ লক্ষ টাকা ৩১/১২/২০১০ খ্রিঃ মেয়াদে চলমান ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।
- এসটিএল প্রদানের মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী প্রতি বিলের ২০% হিসাবে জমা প্রদানের শর্ত থাকলেও উক্ত টাকা আদায় না করার পরও এসওডি ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী।
- মঞ্জুরী আদেশ অনুসারে এসওডি ঋণ বিতরণের ঋণসীমা ছিল ৫০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেখানে ঋণ বিতরণ করা হয় ১০৪.৩৭ লক্ষ টাকা। ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ৫৪.৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ২১০.১৭ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় অর্থ পরিশোধের জন্য বারবার পত্র দেওয়া হলে উহা ফেরত আসে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ গ্রহীতার অফিসের কোন অস্তিত্ব নেই।
- উপকর কমিশনার সার্কেল - ৯, কর অঞ্চল ৫ ঢাকা এর ১২/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ১৪৫-১০৫-৪০৫৩/কনপ্রাঃসা - ৯/কঅ-৫/২০১০-২০১১ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ১৯.৬৯ লক্ষ টাকা কর পরিশোধ না করায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সঠিক উদ্যোক্তা নহে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঠিকাদারী কাজের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হলেও ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত মর্টগেজ রাখা হয়েছে। গ্রাহক নিজস্ব উৎস হতে ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে দায় সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বর্হিভূত/সীমাতিরিক্ত এসওডি ঋণ বিতরণ করে ঋণের অনিয়মিত দায় সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে কার্যাদেশ বাতিল হওয়ার পর ঋণ মঞ্জুর ও সময় বৃদ্ধি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিতে উল্লেখিত লোকাল বিলসমূহ সোনালী ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত। তাই সোনালী ব্যাংকের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় আদায় নিশ্চিত করা হবে। গ্রাহক অথবা সোনালী ব্যাংক হতে দায় আদায় করে সমন্বয় করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় লিমিট অতিরিক্ত এসওডি ঋণ প্রদান এবং কার্যাদেশ বাতিল হওয়ার পরও ঋণ মঞ্জুর ও সময় বৃদ্ধি করা গুরুতর অনিয়ম বিধায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়পূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৫

শিরোনাম : এসওডি ঋণের লিমিট অতিরিক্ত বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, এসওডি ঋণের লিমিট অতিরিক্ত বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট"১৫"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ :

- শাখা ব্যবস্থাপক নিজস্ব ক্ষমতাবলে ১৫.০০ লক্ষ টাকার এফডিআরের বিপরীতে ৯০% মার্জিনে ১৩.৫০ লক্ষ টাকা জনাব আব্দুলাহ কবিরকে এসওডি ঋণ প্রদান করা হয়। শাখা কর্তৃক উক্ত টাকা ২৬/৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয় এবং মেয়াদ প্রদান করা হয় ২৫/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ১০/১/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয় ৫৩.৩০ লক্ষ টাকা। ঋণ সীমা অতিরিক্ত প্রদান করা হয় ৩৯.৮০ লক্ষ টাকা।
- ৩০/৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সুদ আসলে ৫৭.৮৬ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হয়। এফডিআর নগদায়ন ও নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের পরও গ্রাহক ৩৩.২৮ লক্ষ টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়।
- ১৩.৫০ লক্ষ টাকার ঋণ সীমার বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয় ৫৩.৩০ লক্ষ টাকা। উক্ত ঋণের মধ্যে ৩৩.২৮ লক্ষ টাকা গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হয়।
- পরবর্তীতে উক্ত ঋণের অনাদায়ী টাকা প্রধান কার্যালয়ের ২৯/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বেসিক/এইচও/সিসিডি/ ২০১১/১৫১৩৯/১৯৬০১ এর মাধ্যমে ৩৪ শতক জমি মর্টগেজ গ্রহণপূর্বক এক বৎসর মেয়াদে অর্থাৎ ২৯/১২/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে উক্ত ঋণের অনাদায়ী ৩৩.২৮+সুদ ১.৬৫ লক্ষ= ৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা সুদসহ টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয়। যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- গ্রাহকের উক্ত ঋণের দায় আদায় না করায় ২০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এফডিআর লিমিট/সীমা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- আলোচ্য এসওডি হিসাবটি সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং লিমিট অতিরিক্ত লেনদেন করা হয়েছে।
- বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদানের বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জনাব আব্দুলাহ কবিরের অনুকূলে বিতরণকৃত এসওডি ঋণটি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে নিরাপদ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আলোচ্য এসওডি ঋণ লিমিটের চেয়ে অতিরিক্ত বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনানুসারে ঋণের দায় গ্রাহক পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৩১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিটকালের পূর্বে ৫০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক বন্ধকীকৃত ৩৪ শতাংশ জমি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণের দায় সমন্বয়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় লিমিট অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং জমি একবছর মেয়াদে মর্টগেজ রাখা নীতিমালার পরিপন্থী বিধায় দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণ সীমার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের অনাদায়ী টাকা দায়ী গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৬

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে স্থাপিত এলটিআর এবং বিতরণকৃত এসওডি মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩১৬২.৬১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪.১১.২০১২ হতে ৫.১২.২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে এলটিআর সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স ইউ কে বাংলা ট্রেডিং লিঃ এর ত্রুটিপূর্ণ ডকুমেন্ট এর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে স্থাপিত এলটিআর এবং বিতরণকৃত এসওডি মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি **৩১৬২.৬১** লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং এইচও / সিসিডি / ২০১১ / ২১০৯৭ / ১০৪৩৩ তারিখ ১৬.০৬.২০১১ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স ইউকে বাংলা ট্রেডিং লিমিটেডের অনুকূলে এক বছর মেয়াদে মোট ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা লিমিট মঞ্জুর করা হয় (এসওডি ২০০০.০০ লক্ষ + এলসি ৩৫০০.০০ লক্ষ + এলটিআর ২০০০.০০ লক্ষ)। মঞ্জুরীপত্রের ৯ নং শর্তানুযায়ী শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির সঠিকতা সংশ্লিষ্ট অফিস হতে বাস্তব যাচাই করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক গ্রাহকের বন্ধকী সম্পত্তি যাচাই না করে এসওডি ২০০০.০০ লক্ষ এবং এলটিআর বাবদ ৬৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়।
- বিতরণকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ওভারড্রাফ্ট (এসওডি) ১৫.০৬.২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং সীমাতিরিক্ত অবস্থায় ২৪২৪.৭১ লক্ষ টাকা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে কোন টাকা আদায় করা হয়নি।
- স্থানীয়ভাবে ৩৮ টি রি-কন্ডিশন্ড গাড়ী ক্রয়ের জন্য স্থাপিত আমদানি ঋণপত্র মূল্য (এল সি নং ১২৮১১১৯৯০০৫৭ তারিখ ২৯.০৯.২০১১ ,টাকা ৭৩৯.৩০ লক্ষ) পরিশোধের জন্য ২০.০১.২০১২ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ২৩.১০.২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৬৬৩.৫৭ লক্ষ টাকার এলটিআর স্থাপন করা হয়। স্থাপিত এলটিআর মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী ৭৩৭.৯০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়নি।
- স্থানীয় আমদানি ঋণপত্রের ডেলিভারি চালানে এলসি ইস্যুকারী ব্যাংকের কাউন্টার স্বাক্ষর নাই, আমদানিকৃত মালামালের কোন বর্ণনা নাই, গাড়ি তৈরীর তারিখ, রেইট, মডেল, চেসিস নং এবং গাড়ির সংখ্যা ইত্যাদি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এলটিআর স্থাপন করে স্থানীয় আমদানি ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- গাড়ি আমদানি সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্ট নথিতে পাওয়া যায়নি । পাশাপাশি উল্লেখিত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এলটিআর স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় আমদানি ঋণপত্রের নামে ৬৬৩.৫৭ লক্ষ টাকা ঋণ খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- আলোচ্য আমদানি ঋণপত্রটি যে প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানটি কোন গাড়ি উৎপাদনকারী / স্থানীয় এজেন্ট নয়। তাছাড়া গাড়ি আমদানির বিল অব এন্ট্রি, বিল অব লেডিং,আমদানির তারিখ, মূল্য প্যাকিং লিষ্ট কোন কিছুই এলসি ডকুমেন্টে পাওয়া যায়নি বিধায় প্রতিয়মান হয় যে এলটিআর স্থাপনের মাধ্যমে শাখা ইন- চার্জের সহায়তায় আলোচ্য টাকা ঋণখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে ,যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। উল্লেখ্য, শাখার স্মারক নং বেসিক / গুলশান / ফ্যাক্স / ২০১১ / ১৩৪৯২ তারিখ ২৪.১০.২০১১ খ্রিঃ তারিখ অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ কমিটির সদস্য সচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (নিরীক্ষা চলাকালে উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক) জনাব মোঃ মোনায়েম খানের মৌখিক নির্দেশে আলোচ্য ত্রুটিপূর্ণ ডকুমেন্টের বিপরীতে এলটিআর স্থাপন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ কমিটিকে লিখিত অবহিতকরণ ও মৌখিক অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সময় উল্লেখিত এসওডি ও এলটিআর এর অর্থ বিতরণ করা হয়। এসওডি ঋণের স্থিতি ঋণ সীমার মধ্যে আনয়ন এবং নবায়নের জন্য গ্রাহককে অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে এলটিআর স্থাপন এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও এসওডি নবায়ন/ সমন্বয় করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের এসওডি হিসাবটি বর্তমানে নিয়মিত আছে। এলটিআর হিসাবসমূহ মেয়াদী ঋণে রূপান্তর করা হয়েছে। নিরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ২৩৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

করা আবশ্যক এবং অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৭

শিরোনাম : মঞ্জুরী পত্রের শর্ত অমান্য করে অনিয়মিতভাবে ওডি ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬০৪৭.৮৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ওডি ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ লংঘন করে কু-ঋণ গ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত শাখার গ্রাহক মেসার্স ব্রাদার্স এন্টারপ্রাইজকে অনিয়মিতভাবে মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ সহায়তায় শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ওডি ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬০৪৭.৮৪ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১১০৮/২০১২/৫০৮০ তারিখ ১৩.০৪.২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স ব্রাদার্স এন্টারপ্রাইকে ১ বছর মেয়াদে ব্যবসায়ে চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ওভারড্রাফট (এসওডি) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট, সহজামানত ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক,সহজামানতের মূল্য সম্পর্কে ব্যাংক নিশ্চিত এবং ব্রাঞ্চ কর্তৃক বন্ধকী জমি পরিদর্শন করে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঋণ বিতরণযোগ্য । আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লেখিত কোন শর্তই পরিপালন না করা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক সমুদয় অর্থ বিতরণ করা হয়।
- ব্যাংক কোম্পানী আইন আইন ১৯৯১, সেকশন ২৭ ক (ক) ৩ অনুযায়ী কোন খেলাপী গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সুযোগ নাই। আলোচ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ০৯/০৪/১২ খ্রিঃ হতে ২৪/০৪/১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ ব্যতীত ২৯৪০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে ২৬/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত সিআইবি প্রতিবেদনে গ্রাহককে কু-ঋণ গ্রহীতা BL (বিএল) হিসেবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক ১৪/০৫/২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অবশিষ্ট ৩১০৭.৮৪ লক্ষ (৬০৪৭.৮৪ - ২৯৪০.০০) টাকা বিতরণ করা হয়, যা ব্যাংক কোম্পানী আইনের পরিপন্থী।
- অনুমোদিত চলতি মূলধন ঋণের পরিমাণ ছিল ৬০০০ ০০ লক্ষ টাকা। গ্রাহকের CIB গ্রহণ ব্যতীত পরিশোধ করা হয় ২৯৪০ লক্ষ টাকা। CIB গ্রহণের পর গ্রাহক BL হিসাবে বিবেচিত হওয়ার পর সুদসহ ৩১০৭.৮৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়।
- প্রতিবার ঋণ বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের মঞ্জুরীপত্রের শর্ত পূরণের ব্যর্থতা (যেমনঃ সহজামানতের মূল্যায়ন ও রেজিস্টার বন্ধক সম্পাদন না করা, সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট না থাকা ও সিআরজি সম্পাদন না করা) সম্পর্কে শাখা হতে প্রধান কার্যলয়ের ঋণ বিতরণের সদস্য সচিব ও জিএম জনাব এ.মোনায়েম খানকে লিখিত অবহিত করা হয়। প্রধান কার্যালয় উল্লিখিত পত্রের বিষয়ে শাখাকে কোন প্রকার লিখিত নির্দেশনা প্রদান না করা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক একাধিক চেকের মাধ্যমে গ্রাহককে সমুদয় অর্থ প্রদান করেন। এভাবে প্রতিবার ঋণের টাকা প্রদানের পূর্বে প্রধান কার্যালয়কে লিখিত অবহিত করা হলেও প্রধান কার্যালয় কোন প্রকার নির্দেশনা প্রদান না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণে সহায়তা করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের অনুরোধে শাখা কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ কমিটিকে অবহিতকরণ ও মৌখিক অনুমোদনক্রমে শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ হিসাব বিএল হিসাবে চিহ্নিত হলেও গ্রাহক ৩০/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিএল এর বিপরীতে একটি রিলিজ লেটার জমা করেন। প্রতিবার ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রধান কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করতঃ মৌখিক অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে গ্রাহককে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়।সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ও প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট গ্রহণপূর্বক পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করা হয়েছে, সম্পূর্ণ

৭—

টাকা আদায় হয়নি বিধায় ঋণ হিসাবটি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। সুতরাং অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়তিভাবে ঋণ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৮

শিরোনাম : টার্ম লোনের টাকায় জাহাজ ক্রয় না করে গ্রাহকের টিওডি দায় সমন্বয়ের মাধ্যমে ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা ভিন্নখাতে স্থানান্তর করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স ওয়াটার হ্যাভেন কর্পোরেশন লিঃ কে মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে টার্ম লোনের টাকায় জাহাজ ক্রয় না করে গ্রাহকের টিওডি দায় সমন্বয়ের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা ভিন্নখাতে স্থানান্তর করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/১২৪২৮ তারিখ ০২.০৮.২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স ওয়াটার হ্যাভেন কর্পোরেশন লিঃ কে চারটি জাহাজ স্থানীয় বাজার হতে ক্রয়ের জন্য ৮৪ টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে জাহাজ ক্রয় না করা সত্ত্বেও ব্রাঞ্চ ইনচার্জ কর্তৃক গ্রাহকের চলতি হিসাবের (হিসাব নং ২১১০-০১-০০০৩৫০১) টেম্পোরারী ওভারড্রাফট (টিওডি) বাবদ ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা আলোচ্য ঋণ হিসাব হতে পরিশোধ করা হয়।
- চারটি জাহাজ ক্রয়ের জন্য গ্রাহককে ঋণের সমুদয় অর্থ ১৪/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিতরণ করা হলেও অডিট চলাকালীন পর্যন্ত (২৭/১১/২০১২ খ্রিঃ) মাত্র দু'টি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে বলে গ্রাহক ব্যাংকে অবহিত করেন।
- ঋণ বিতরণের পূর্বে জাহাজ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কথা। সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মূল্য পরিশোধযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা এবং জাহাজ বিক্রেতার মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদন হয়নি। তাছাড়া ক্রয়কৃত দু'টি জাহাজ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করা হয়েছে, তার মূল্য কত, জাহাজের ধারণ ক্ষমতা, তৈরী কাল ইত্যাদি কোন তথ্যই ব্যাংককে অবহিত করা হয়নি । ফলে প্রকৃতপক্ষে ঋণের কত টাকা জাহাজ ক্রয়ের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ঋণের সমুদয় ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহকের চলতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। চলতি হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় গ্রাহকের টেম্পোরারী ওভারড্রাফট (টিওডি) বাবদ ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা ঋণের টাকা হতে সমন্বয় এবং অবশিষ্ট টাকা বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে নগদে উত্তোলন করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের সকল ঝুঁকি কভার করে বীমা করতে হবে । আলোচ্যক্ষেত্রে ঋণ হিসাবের বিপরীতে কোন প্রকার বীমা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের জরুরী মূলধন এর প্রয়োজনে তার চলতি হিসাব হতে উক্ত টাকা বিতরণ করা হয়, যা পরবর্তীতে অনুমোদিত মেয়াদি ঋণ হতে সমন্বয় করা হয়। গ্রাহক দু'টি জাহাজ ক্রয় করেছে অন্য দু'টি জাহাজ প্রস্তুত ও ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও গ্রাহক বীমা করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চারটির মধ্যে দু'টি জাহাজ ক্রয় না করা সত্ত্বেও ঋণের সমুদয় টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা মেয়াদী ঋণ হিসাবে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করায় ঋণ হিসাবটি নিয়মিত আছে এবং কিস্তি হিসাবে ৭০.১৭ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মূল্য পরিশোধ হওয়ায় অবশিষ্ট ০২ (দুই) টি জাহাজ ক্রয় করে প্রমাণক নিরীক্ষাকে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়তিভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্ত পূরণের প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৯

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) মেয়াদোত্তীর্ণ এবং গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে টার্ম লোনের কোন টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৫৮৬.৬৫ লক্ষ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২ হতে ০৫-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স ডায়নামিক টিস্যু ইন্ডাঃ লিঃ কে ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা ও মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে ব্রাঞ্চ ইনচার্জ কর্তৃক বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় এবং গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে টার্ম লোনের কোন টাকা পরিশোধ না করায় অনাদায়ী ২৫৮৬.৬৫ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৯"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/৭৭৬৭ তারিখ ০৮-০৫-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স ডায়নামিক টিস্যু ইন্ডাঃ লিঃ কে ৩১-০৮-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) বৃদ্ধি করে ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৯৫০.০০ লক্ষ এবং সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক/ এইচও/আইসিডি/২০১২ /৫০১১ তারিখ ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী সিসি ঋণসীমা ৩১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ২১৫০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করে মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিবার ব্রাঞ্চ ইনচার্জ গ্রাহককে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করেন। সর্বশেষ ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা লিমিটের বিপরীতে গ্রাহককে ২৩১১.০৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।
- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক / এইচও / এমডি / ২০০৭/ ১০৭৮ তারিখ ০৭-০২-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা না দেয়ার জন্য শাখা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ইনচার্জ উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে সিসি (হাইপো) ঋণের লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করেছেন।
- সিসি (হাইপো) মঞ্জুর করা হয় ব্যবসায়ে চলতি মূলধন ব্যয় নির্বাহের জন্য। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে সিসি হিসাবে টাকা না থাকা সত্ত্বেও লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলনের মাধ্যমে গ্রাহকের টার্ম লোনের কিস্তি পরিশোধ করা হয়।
- সিসি ঋণসীমা ৭০.০০ লক্ষ হতে ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হলেও বর্ধিত ঋণের জন্য সহজামানত নেয়া হয়নি।
- প্রথম মঞ্জুরকৃত সিসি ঋণের কোন প্রকার টার্নওভার না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ব্রাঞ্চ ইনচার্জের অনিয়মিতভাবে লিমিট অতিরিক্ত বিতরণ নিয়মিত করার উদ্দেশ্যেই লিমিট বৃদ্ধি করে নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়।
- গ্রাহকের বিপরীতে বিতরণকৃত ৩০০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন জানুয়ারী /১১ হতে মাসিক ৮,১৬,৬৪৬ টাকা হারে ৬০টি কিস্তি তে আদায়যোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে টার্ম লোনের অধিকাংশ কিস্তি গ্রাহকের সিসি হিসাব হতে লিমিট অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হয়।
- গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে টার্ম লোনের কিস্তি পরিশোধের নির্দেশ থাকলেও আলোচ্যক্ষেত্রে গ্রাহকের টার্ম লোনের হিসাব নিয়মিত রাখার উদ্দেশ্যে অনিয়মিতভাবে সিসি হিসাব হতে লিমিট অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করে কিস্তি পরিশোধ করা হয়।
- ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরী / বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং স্কোর সর্বনিম্ন ৭৫ হলে গ্রহণযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে গ্রাহকের ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং স্কোর মাত্র ৫৮ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুসরণ না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ত্রৈমাসিক সুদ, ফিস ও বিভিন্ন চার্জ আরোপের ফলে লিমিট/নির্ধারিত সীমা অতিক্রম হয়েছে। ২১৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৫৫.০১ শতাংশ জমি রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহককে বারবার লিমিট অতিরিক্ত বিতরণ দিয়ে বারবার লিমিট বাড়ান হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়।সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংক লিমিট অতিরিক্ত দায় সমন্বয়ের জন্য বারবার তাগাদা প্রদানের প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহীতা দায় পরিশোধে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাছাড়া ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণের দায় সমন্বয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪

খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে গ্রাহককে লিমিট অতিরিক্ত ঋণ উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়তিভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লিমিট অতিরিক্ত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২০

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে লিমিট অতিরিক্ত সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ এবং পিএডি অসমন্বিত থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬১৫.৭১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ/অগ্রিম ও আমদানি বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে শাখার গ্রাহক মেসার্স নিউ কার পোর্টকে একাধিকবার লিমিট অতিরিক্ত সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ এবং পিএডি অসমন্বিত থাকায় ঋণ হিসাব কু-ঋণে পরিণত হওয়ার কারণে ব্যাংকের ক্ষতি ৬১৫.৭১ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২০"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১০৮০/২০১০/৭৫২৯ তারিখ ২৮-০৪-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স নিউ কার পোর্টকে ৩০-০৪-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে ৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপোঃ) মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তীতে ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১০০.০০ লক্ষ, ০১-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২০০.০০ লক্ষ এবং সর্বশেষে ব্যাংকের ৩০৭ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শাখার স্মারক নং বেসিক/ গুল/ এডিভি/২০১২/৯২৪ তারিখ ১৫-০২-২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী সিসি ঋণসীমা ৩০০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করে মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিবার ব্রাঞ্চ ইনচার্জ গ্রাহককে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করেছে। সর্বশেষ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা লিমিটের বিপরীতে গ্রাহককে ৪৮৫.৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।
- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক / এইচও / এমডি / ২০০৭/ ১০৭৮ তারিখ ০৭-০২-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন না দেয়ার জন্য শাখা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ইনচার্জ উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণের লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করেছেন।
- সিসি (হাইপোঃ) মঞ্জুর করা হয় ব্যবসায়ে চলতি মূলধন ব্যয় নির্বাহের জন্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে সিসি হিসাবে টাকা না থাকা সত্ত্বেও এলসি খোলার চার্জ ও পিএডি দায় সিসি হিসাব হতে সমন্বয় করা হয় । এলসি খোলার চার্জ ও পিএডি দায় গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে প্রদানের নিয়ম থাকলেও আলোচ্যক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- সিসি ঋণসীমা ৫০.০০ লক্ষ হতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হলেও বর্ধিত ঋণের জন্য সহজামানত নেয়া হয়নি।
- গ্রাহকের বিপরীতে সৃষ্ট দু'টি পিএডি বাবদ ৯০.৭৬ ও ১৪.৬৮ লক্ষ টাকা এবং এসটিএল দায় বাবদ ২৪.৫২ লক্ষ টাকা দীর্ঘ দিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে কু-ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত দায় সমন্বয়ের জন্য কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের ব্যবসায়িক জরুরী প্রয়োজনে এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ উত্তোলনকৃত সীমাতিরিক্ত ঋণ সমন্বয় করার জন্য গ্রাহককে অনুরোধ করা হয়েছে। গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া অতিসত্বর শুরু করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে গ্রাহককে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়।সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ১১.৫৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২১

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে ঋণের টাকায় গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৮২.৯৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২ হতে ০৫-১২-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে টার্ম লোন ও সিসি (হাইপোঃ) নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখা কর্তৃপক্ষ প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে ঋণের টাকায় গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও অনাদায়ী টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৮২.৮৬ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২১"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

ক) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর স্মারক নং এইচও/সিসিডি/২০১০/২১০৭৯/১৮১৯ তারিখঃ ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স গ্রীণভিউ পাবলিশার্স কে মুদ্রণ কাজের জন্য ৬০ টি মাসিক কিস্তি তে ৫ বছর মেয়াদে ৮০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন এবং ১ বছর মেয়াদে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জরীকৃত সিসি (হাইপো) ০৭-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোর্ত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে সীমাতিরিক্ত অবস্থায় থাকলেও সমুদয় টাকা আদায় করে হিসাবটি সমম্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়নি।

- বিতরণকৃত টার্ম লোন এপ্রিল/২০১০ হতে মাসিক কিস্তি ১.৮৪ লক্ষ টাকা হারে ৫ বছর মেয়াদে আদায়যোগ্য । আলোচ্যক্ষেত্রে অডিট চলা পর্যন্ত (নভেম্বর/১২ পর্যন্ত) ৩২ টি মাসিক কিস্তির মধ্যে গ্রাহক মাত্র একটি কিস্তি পরিশোধ করেছেন।
- মঞ্জুরীকৃত টার্ম লোনের টাকা হতে ০১-০৩-২০১০খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের ঢাকা ব্যাংকের ২৯.৩০ লক্ষ টাকা দায় পরিশোধ করা হয়, যা মঞ্জুরীপত্রের শর্ত পরিপন্থী।

খ) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং এইচও/সিসিডি/২০১০/২১০৭৮/১৮২০ তাঃ ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স গ্রীণভিউ পাবলিশার্স এর মালিক জনাব শামিম আহমেদ ও নাসরিন পারভিনকে মাসিক কিস্তিতে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৭০.০০ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে শাখা ব্যবস্থাপক উক্ত ঋণের সমুদয় টাকা দ্বারা গ্রাহকের স্ট্যান্ডার্ড চ্যার্টার্ড ব্যাংকের দায় পরিশোধ করেন।

- গ্রাহক গৃহনির্মাণ ঋণসহ পূর্বের টার্ম এবং সিসি (হাইপো) ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি ইতোমধ্যে কু-ঋণে পরিণত হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরর প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ;

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে গ্রাহককে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ২৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয়েছে এবং ২২-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শুনানী হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। পাশাপাশি অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২২

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে টার্ম লোনের টাকায় গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের শ্রেণীকৃত দায় পরিশোধ, ঋণের টাকা বিভিন্ন খাতে স্থানান্তর এবং ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ১৮৯৪.৭২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪.১১.২০১২খ্রিঃ হতে ৫.১২.২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ লংঘন করে টার্ম লোনের টাকায় গ্রাহক মেসার্স তাহমিনা নীটওয়ার লিঃ এর অন্য ব্যাংকের শ্রেণীকৃত দায় পরিশোধ, মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অমান্য করে ঋণের টাকা বিভিন্ন খাতে স্থানান্তর এবং ব্যাংকের আইনজীবীর মতামত উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায় অনাদায়ী ১৮৯৪.৭২ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২২"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- ব্যাংকের ৩০১ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শাখার স্মারক নং বেসিক/ গুল/ এডিভি /২০১১/১৫৩৮৫ তারিখ-০৩-১২-২০১১ খ্রিঃ অনুযায়ী শাখার গ্রাহক মেসার্স তাহমিনা নীটওয়ার লিঃ এর প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখার শ্রেণীকৃত দায় পরিশোধের জন্য ৫ বছর মেয়াদে ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন এবং ৪০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১, সেকশন ২৭ ক (ক) (৩) অনুযায়ী কোন খেলাপী গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সুযোগ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সিআইবি প্রতিবেদনে ডিএফ (Doubtful) হিসেবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়, যা ব্যাংক কোম্পানী আইনের পরিপন্থী।
- গ্রাহকের প্রিমিয়ার ব্যাংকে মোট ১১৯৭.০২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন ধরনের ঋণের লিমিটের বিপরীতে বেসিক ব্যাংক লিঃ গুলশান শাখা ১২৬৮.৩৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে ফলে প্রিমিয়ার ব্যাংকে চার্জকৃত সুদ বাবদ ৭১.৩৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী গ্রাহকের প্রিমিয়ার ব্যাংকের দায় পরিশোধের জন্য টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয় । আলোচ্য ক্ষেত্রে টার্ম লোন বাবদ বিতরণকৃত ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১২৬৮.৩৯ লক্ষ টাকা গ্রাহকের প্রিমিয়ার ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়। বাকী ৮১.৬১ লক্ষ টাকা (১৩৫০.০০-১২৬৮.৩৯) ব্রাঞ্চ ইনচার্জের সহায়তায় গ্রাহক বিভিন্ন খাতে স্থানান্তর করেছেন।
- বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে ব্যাংকের প্যানেল এডভোকেট এর সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক তা আমলে না নিয়ে কোন প্রকার যাচাই ব্যতীত সিসি (হাইপোঃ) ও টার্ম লোনের সমুদয় অর্থ বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রের ৫ নং শর্তানুযায়ী টার্ম লোন সৃষ্টির ১ মাস পর হতে ৬০ টি মাসিক কিস্তি তে সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারী/১২ হতে নভেম্বর/১২ পর্যন্ত ১০ টি মাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহকের নিকট হতে একটি কিস্তিও আদায় করা হয়নি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক ডিএফ হিসেবে চিহ্নিত থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় ঋণ মঞ্জুর করেন। প্রিমিয়ার ব্যাংকের দায় পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট টাকা গ্রাহককে দেয়া হয়। গ্রাহকের মাসিক কিস্তি মার্চ/২০১৩ হতে শুরু করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ লংঘন করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়।সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৯টি হিসাবের বিপরীতে টিওডি বাবদ ৬টি হিসাবের ৪০২.৯১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি হিসাবের টাকা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭ক (ক) (৩) অনুযায়ী কোন খেলাপী গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সুযোগ নেই বিধায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২৩

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে টেম্পোরারী ওভারড্রাফট (টিওডি) প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯৫০.২৫ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২ হতে ৫-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন গ্রাহকের চলতি হিসাব পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অমান্য করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে টাকা না থাকা সত্ত্বেও শাখা ইন-চার্জ টেম্পোরারী ওভারড্রাফট (টিওডি) বাবদ ৯,৫০,২৪,৮৪২ টাকা প্রদান করেছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৩"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ,প্রধান কার্যালয় ঢাকা, এর সার্কুলার নং বেসিক / এইচও / এডিভি / ২০০২ / ০৫ তারিখ ০৩-০৬-২০০২খ্রিঃ অনুযায়ী শাখা ইন-চার্জকে অননুমোদিতভাবে টেম্পোরারী ওভারড্রাফট / লিমিট অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ইন-চার্জ উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে শাখার বিভিন্ন গ্রাহকের হিসাবে টাকা না থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ টেম্পোরারী ওভারড্রাফট প্রদান করেছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- আলোচ্য টিওডিসমূহের বিপরীতে কোন প্রকার জামানত নাই বিধায় আপত্তিকৃত টাকা অনাদায়ী থাকায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- শাখায় গ্রাহক চলতি হিসাব খোলার পরপরই অধিকাংশ টিওডি বিতরণ করা হয়। বিতরণ পরবর্তীতে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহ সমন্বয় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের মৌখিক নির্দেশে শাখা কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহককে টিওডি সুবিধা প্রদান করা হয়। শাখা কর্তৃক উক্ত ঋণ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী টিওডি প্রদানের সুযোগ নাই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়।সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৫১.১৯ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট গ্রহণপূর্বক পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি মেয়াদী ঋণে রূপান্তর করা হয়েছে। গ্রাহকের মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি সমন্বয়/নিয়মিতকরণের জন্য শাখা ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৮—

অনুচ্ছেদ - ২৪

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে টার্ম লোন পুনঃতফসিলের পরও কোন টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স রাইমেন্ট লিঃ কে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অমান্য করে কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত টার্ম লোন অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিলের পরও কোন টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৪"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/৩১০০ তারিখ ০৯-০৩-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স রাইমেন্ট লিঃ এর তিনটি স্বল্প মেয়াদী ঋণের দায় বাবদ ৫৯.০৭ লক্ষ টাকা ৩৬ টি মাসিক কিস্তিতে তিন বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং ০১ তারিখঃ ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী টার্ম লোন পুনঃতফসিল এর ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ১৫% ডাউনপেমেন্ট আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে গ্রাহকের নিকট হতে কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত পুনঃতফসিল করা হয়।
- অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিলের পর গ্রাহক কোন টাকা পরিশোধ না করলেও সমুদয় টাকা আদায় করার জন্য শাখা কর্তৃক কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ইতোপূর্বে গ্রাহকের ঋণ হিসাব প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ৩০-১২-২০০৮ খ্রিঃ এবং ৩০-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে দুই বার কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই কোন টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহককে অনিয়মিতভাবে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে পুনঃতফসিল করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়।সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ১৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-২০/২০১৩ করা হয়েছে এবং ব্যাংকের অনুকূলে রায় হয়েছে। রায় পাওয়ার পর ০১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জারী মামলা নং-১৩০/২০১৩ দায়ের করা হয়েছে এবং ১০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মামলা পরবর্তী সময়ে ১২.৫০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- মামলার নিবীড় তদারকীর মাধ্যমে টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ২৫

শিরোনাম : অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ টার্ম লোনের কারণে ব্যাংকের ক্ষতি ১৩২.০৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি:, উত্তরা শাখা, ঢাকা এর ২০১০ খ্রি: ও ২০১১ খ্রি: সালের হিসাব ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১২ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত নিরীক্ষায়, সি এল বিবরণী, টার্ম লোন ও ওডি ঋণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাই কালে দেখা যায় যে, অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ টার্ম লোনের কারণে ব্যাংকের ক্ষতি ১৩২.০৫ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৫"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- বেসিক ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং-বেসিক/প্র:কা:/আইসিডি/২০০৯/৮০৩০ তাং-২৬-০৭-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অত্র শাখার সুপারিশে ঋণ গ্রহীতা মেসার্স ড্রীম পাস এর অনুকূলে টার্ম লোন বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকা ২৩-০১-২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদের জন্য মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- পরবর্তীতে শাখার সুপারিশে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পত্র নং বেসিক/প্র: কা:/আইসিডি/২০১০/১০০০৯ তাং ২২-০৮-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ও.ডি ঋণ বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদের জন্য মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- টার্ম লোন মঞ্জুরীর শর্তানুসারে ঋণ বিতরণের ৬ মাস পর হতে অর্থাৎ ২৩-০২-২০১০ খ্রিঃ হতে ৬০ টি মাসিক কিস্তিতে ১.২১ লক্ষ টাকা হারে আদায়যোগ্য। ৩০-১১-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৪টি কিস্তি বাবদ ৪১.১১ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য হলেও ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৯.১০ লক্ষ টাকা এবং পুনঃতফসিলকরণের জন্য ৫.৭০ লক্ষ টাকা মোট (৯.১০+৫.৭০) = ১৪.৮০ লক্ষ টাকা আদায়/পরিশোধ করেন। ফলে ঋণটি মন্দ ও কু-ঋণে (বি/এল) পরিণত হয়েছে। ও.ডি ঋণের মঞ্জুরী ও পরিশোধ এর শর্তানুসারে প্রকল্পে উৎপাদিত মালামালের বিক্রিত অর্থ অথবা নিজস্ব তহবিল হতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধের শর্ত থাকলেও মেয়াদ উত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পর ঋণের লিমিট অতিরিক্ত দায় স্থিতি রয়েছে।
- ঋণটি অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান ও কু-ঋণে পরিণত হলেও ঋণ আদায়ের ব্যপারে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কু-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে আবারও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে। জবাব পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরিদর্শন করেই ঋণটি কু-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাব সমন্বয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালানো হচ্ছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন করার পরই ঋণটি অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান ও কু-ঋণে চিহ্নিত হয়েছে বিধায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৬

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান এবং পুন:তফসিল করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৭৮৬.৬৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এসওডি, এলটি আর এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের মালিকানাধীন ফিয়াজ এন্টার প্রাইজকে মঞ্জুরী সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এ্যাডহক সুবিধার নামে ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শন করে দায় বাড়ানোর পর অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে পুন:তফসিল করলেও তা কার্যকরী না করতে পারায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ঋণের পরিমাণ ৭৭৮৬.৬৩ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৬"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহক ২০১১ সালের পূর্বে এসওডি, এলটিআর ও এলসি সুবিধা হিসাবে যথাক্রমে ১৫০০.০০ লক্ষ, ৪০০০.০০ লক্ষ ও ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা (নন ফান্ডেড) ভোগরত অবস্থায় দেয় মঞ্জুরীসীমার ১৫০০.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ৭০০.০০ লক্ষ টাকা অস্থায়ীভাবে এসওডি ঋণ হিসাব হতে উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা এলটিআর ঋণসীমার বিপরীতে ১৮টি হিসাবে ৪৮২৯.০০ লক্ষ টাকার ঋণ সীমাতিরিক্ত বিতরণের সুযোগ দেয়া হয়। ফান্ডেড দায় হিসাবে মঞ্জুরী সীমার অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান মঞ্জুরী শর্ত ও নীতিমালার লংঘন এর পাশাপাশি গ্রাহককে ০৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১১০০.০০ লক্ষ টাকার স্বল্প মেয়াদী ঋণ তিন মাস মেয়াদে সমন্বয় হবে এই শর্তে মঞ্জুরী দেওয়া হয়। সীমাতিরিক্ত ঋণকে কেবল নিয়মিত রাখার স্বার্থে ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এসওডি ঋণসীমা ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিত করে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা দেখানো হয় (সীমাতিরিক্ত ঋণ ও এডহক স্বল্প মেয়াদী ঋণ আদায় না হওয়ায়)। গ্রাহক শিল্প উদ্যোক্তা নন, মূলতঃ ট্রেডিং ব্যবসায়ী। ফলে তাকে এজাতীয় সুবিধা প্রদান ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী।
- গ্রাহকের এলটিআর এর তথ্য যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে আমদানি রিকন্ডিশন্ড গাড়ী ৪টি বিল অব এন্ট্রি বর্তমানেও অনিষ্পন্ন আছে যার মূল্য ৪,৭৯,৫০০ মার্কিন ডলার। গ্রাহক জানিয়েছেন তারা কনসাইনমেন্ট গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে এলটিআর এর বৈধতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা উক্ত এলটিআর এর পণ্য/মালামাল যদি বন্দরেই থাকে সেক্ষেত্রে এলটিআর সৃষ্টি ও এলটিআর কে মেয়াদী ঋণে রূপান্তরের সুযোগ ছিল না।
- শাখার সুপারিশ অনুযায়ী ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলটিআরের স্থিতি মেয়াদী ঋণে রূপান্তর করে পুন:তফসিল করলেও তা কার্যকরী না হওয়ায় গ্রাহকের উভয় ঋণই শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহকের মোট দায়ের বিপরীতে সহায়ক জামানত ছিল ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা। যা ঋণের তুলনায় অপ্রতুল। পুন:তফসিলের শর্ত বাস্তবে কার্যকরী না করতে পারায় প্রস্তাবিত জামানতের বিষয়টি মূলত কার্যকরী হয়নি। ফলে গ্রাহকের বর্তমানের দায়ের তুলনায় পূর্বের গৃহীত ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা জামানত অপ্রতুল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের অনুরোধে প্রধান কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকার এলটিআর সুবিধা দেওয়া হয় যা বোর্ড ১৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং ৩০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সমন্বয়ের মেয়াদ ২ মাস বাড়িয়ে সুদসহ দায় ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা হয়েছে। ফলে অনুমোদনবিহীন এলটিআর নেই। প্রধান কার্যালয়ের মৌখিক আদেশে ২৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৪০০.০০ লক্ষ টাকার সুবিধা দেওয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পর্যাপ্ত জামানত নেই। অনিয়মিতভাবে এলটিআর ও মেয়াদি ঋণ অনিয়মিতভাবে অনুমোদন করা হয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণসমূহ মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত। গ্রাহককে ০৩-১০-২০১০খ্রিঃ হতে ২৮-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৩২.০০ লক্ষ টাকা এলটিআর সুবিধা দেয়া হয়েছিল। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এনআই এ্যাক্ট এ এবং অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয়েছে। মামলা তদারকির মাধ্যমে দ্রুত ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ের বিপরীতে সহজামানত পরিপূর্ণ আবৃত করে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৭

শিরোনাম: অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৭১৫৮.৭২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতির আশংকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সালের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শাখার গ্রাহক মেসার্স আরআই এন্টারপ্রাইজের সিসি এলটিআর ও এলসি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, অনিয়মিতভাবে ৫২২৪.০০ লক্ষ টাকা জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করায় আদায় ঝুঁকিপূণ ৭১,৫৮,৭২০৯৫ টাকা **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৭"তে দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, গ্রাহক আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক মতিঝিল শাখায় ব্যবসা করছিলেন। গ্রাহকের উক্ত ব্যাংকের দায় শাখা কর্তৃক অধিগ্রহণ করে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে। সে মোতাবেক ঋণ মঞ্জুরীর পর ২৯-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সিসি ঋণ হতে ১৯৩৫.০০ লক্ষ টাকা দায় পরিশোধ করা হয়।
- ০৩-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা কম্পোজিট ঋণসীমা অনুমোদন হয়। এর মধ্যে সিসি ৩৫০০.০০ লক্ষ , এলটিআর ৪০০০.০০ লক্ষ ও ঋণপত্র ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মঞ্জুরীপত্রে সি নং শর্তানুযায়ী ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ ভাগ জামানত সমৃদ্ধ করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন ছাড়াই ঋণ বিতরণ করা হয়।
- এস.ডি সার্ভেয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মোতাবেক ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতের তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ২২৭৬.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ফান্ডেড দায় হিসাবে (ব্যাংকের জন্য সম্পদ) (৩৫০০.০০ + ৪০০০.০০) লক্ষ = ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে কমপক্ষে ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ জামানতযোগ্য ছিল। ফলে জামানত ঘাটতির পরিমাণ (৭৫০০.০০-২২৭৬.০০)=৫২২৪.০০ লক্ষ টাকা।
- অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ করে এবং গ্রাহকের ৫/৬ বছরের ব্যবসায়িক পারফরমেন্স যাচাই ছাড়া জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ প্রদান অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের ৩১-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদন ১২০০০.০০ লক্ষ টাকার কম্পোজিট ঋণ অনুমোদন পায়। যার বিপরীতে ৩৫৭৪.২৭ লক্ষ টাকার জামানত ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত কর্পোরেট গ্যারান্টি ছিল। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনে প্রদত্ত শর্ত বাতিল করে বর্ণিত জামানত রেখে কম্পোজিট ঋণের ঘটনোত্তর অনুমোদন দেওয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে ঋণ বিতরণ করা সঠিক হয়নি। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই গ্রাহক ঋণখেলাপী হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক একজন স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী; ফলে কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা পরবর্তী সময়ে গ্রাহকের সিসি (হাইপো) হিসাবে ৫৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং এলটিআর হিসাবে ২২৭.৭৩ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি জামানত দ্বারা আবৃতকরণের জন্য শাখা ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় ১০০% জামানত ছাড়া ফান্ডেড দায় মঞ্জুরী ও বিতরণ সঠিক নয় বিধায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৮

শিরোনাম: অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮৫৫৩.৯৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সালের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ০৬/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এসওডি, এলটি আর ও এলসি সংক্রান্ত ফান্ডেড ও নন ফান্ডেড ঋণের গ্রাহক মেসার্স নিউ অটো ডিফাইনের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিয়মনীতি লংঘন করে ঋণ সুপারিশ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং অপ্রতুল জামানত ও ঋণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮৫,৫৩,৯৫,৩৩৩ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৮" তেদেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে এইচও/সিসিডি/৩০১৪২/২০১১/১৮৩১৬ নং পত্রের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় এসওডি, এসটিএল ও ঋণপত্রসীমা যথাক্রমে ৪০০০.০০ লক্ষ ২৩০০.০০ ও ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। গ্রাহকের স্বামীর মালিকানাধীন ঋণসীমা সিঙ্গেল বরোয়ার এক্সপোজার লিমিট সীমা অতিক্রম করবে - এ কারণে নাম পরিবর্তন করে স্ত্রীর মালিকানাধীন নিউ অটো ডিফাইন এর নামে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। তাছাড়া তাঁর স্বামীর মালিকানাধীন ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজের ঋণ নিয়মিত ছিল না। বর্তমানে ঋণটি শ্রেণীকৃত।
- ঋণ মঞ্জুর করা হয় ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে কিন্তু গ্রাহকের ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের আবেদন অনুযায়ী এসওডি ঋণ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হবে এই বিবেচনায় ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখেই বিতরণ করা হয় যা গুরুতর অনিয়ম। শাখার ক্রেডিট কমিটির সুপারিশে প্রধান কার্যালয়ের দিক নির্দেশনার কথা বলা হয়।
- ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ঋণ মঞ্জুরীর পর এসওডি ঋণ সুবিধা গ্রাহক ভোগ করে ০২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ঋণসীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলে শাখা যাচাই বাছাই ছাড়া ঐ তারিখেই ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি অর্থাৎ ঋণসীমা ৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা সুপারিশ করে। ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বেই প্রধান কার্যালয়ের টেলিফোনিক নির্দেশনায় সমুদয় টাকা বিতরণ করা হয় । গ্রাহক এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় ০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে আরো ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে ঋণের আবেদন করায় একই তারিখে শাখা ঋণ সুপারিশ করলে ০৮-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আবার (২৩০০.০০ + ১৫০০.০০)= ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ৭৮০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরী করা হয় যা তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণ করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনায় প্রভাবিত হয়ে নিয়মনীতি লংঘন করে এই ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- ঋণের বিপরীতে এসডি সার্ভেয়ার কর্তৃক মূল্যায়িত ৭৮৩৫.০০ লক্ষ টাকার জামানত দেখালেও মিরপুরের ফ্লাট ও হরিরামপুরের জমি অতি মূল্যায়ন প্রতীয়মান। এক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে শাখা জামানত সম্পত্তি মূল্যায়ন না করে ঋণ সুপারিশ করে যা গুরুতর অনিয়ম।
- এসওডি ঋণের উদ্দেশ্য ছিল আমদানি ঋণপত্র খুলে ব্যবসা করা । বাস্তবে ১ বছরে কোন ঋণপত্র খোলা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ১৩/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স অটো ডিফাইনের নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের নাম পরিবর্তন করে নিউ অটোডিফাইনের নামে সুপারিশ করা হয় এবং সে অনুযায়ী ২২/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি মঞ্জুরী পায়। প্রধান কার্যালয়ের মৌখিক নির্দেশ অনুসারে নতুন গ্রাহকের অনুকূলে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়। অনুরূপ মৌখিক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২১/১১/২০১১ খ্রিঃ হতে ৩০/০৫/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত এসওডি লিমিট এর মধ্যে টাকা ছাড় করা হয়। নিয়মনীতি মেনেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কাফরুলের ফ্ল্যাট ও বালিয়াঝুড়ি (Bailjuri) মৌজার জমি (১২ নং সেক্টর উত্তরা সংলগ্ন) ও কালিয়াকৈরের জমি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হওয়ায় জমিগুলো মূল্যবান।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ ত্রুটিপূর্ণ এবং বর্তমানে গ্রাহকের জামানত অপেক্ষা ঋণের দায় অধিক। সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে এনআই এ্যাক্ট এবং অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয়েছে। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয়

থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক মামলার নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৯

শিরোনাম : জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৩৫.০৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর, শাখা ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সালের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪/১১/২০১২খ্রিঃ হতে ০৬/১২/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গ্রাহক তারা স্টীল কর্পোরেশন সিসি হাইপো মেয়াদী ঋণের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায়, বড় অঙ্কের জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ, বর্তমানে ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা নেই এরূপ গ্রাহককে পুণ: তফসিল সুবিধা দিয়েও তা কার্যকরী না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৩৫.০৯ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৯"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহকের অনুকূলে খুলনা হতে বেশ দূরে বটিয়াঘাটার প্রত্যন্ত এলাকার ১১৪ শতাংশ জমি (গ্রাহক মেসার্স তারা স্টীল কর্পোরেশন) জামানত রেখে (২০০৬ সালের তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্যায়ন ৬৮.৪০ লক্ষ) ২৯/০১/২০০৯খ্রিঃ তারিখে সিসি হাইপোঃ ও সিসি এ্যাডহক হিসাবে ৩০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের জামানত ঘাটতি রয়েছে। এ জাতীয় ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ মূলতঃ ব্যাংকের জন্য আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। ২০১১ সালের মূল্যায়নে ১৮২.৪০ লক্ষ টাকা জামানতের মূল্য যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ হবেনা । জামানত ঘাটতির পরিমাণ ২৫৩.০০ লক্ষ টাকা।
- বর্তমানে ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা গ্রাহকের নেই। ফলে ঋণ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- গ্রাহক সিসি হাইপো (এ্যাডহকসহ ৩ কোটি টাকা) সুবিধা গ্রহণের পর ব্যাংকের সাথে তেমন ব্যবসায়িক ট্রানজেকশন না করায় ১৫/১২/২০১০খ্রিঃ তারিখে ঋণস্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৯.৫০ লক্ষ টাকা। ১৩/০১/২০১১খ্রিঃ তারিখে আসল ও সুদকে আলাদা মেয়াদী ঋণে রূপান্তর করে পুন: তফসিলের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করলেও শর্ত বাস্ত বায়ন করতে না পারায় তা কার্যকর হয়নি। ফলে পূর্বের মঞ্জুরীই মূলতঃ বহাল রয়েছে।
- উপরোক্ত অবস্থায় ৩০/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখে ঋণের দায় ৪৩৫.০৯ লক্ষ টাকা আদায়ের সুযোগ না থাকার কারণে ঋণ আদায়ের জন্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ঋণটি বর্তমানে মন্দ ঋণ হিসেবে চিহ্নিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ৩৫ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট পাওয়ার পর হিসাবটি মেয়াদী ঋণে পরিণত করা হয়। ঋণের বিপরীতে ৩.৯৬ কোটি টাকা সহায়ক জামানত রয়েছে। মন্দ ঋণের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। জামানতবিহীন হাইপো সিসি ঋণ দিয়ে ঋণের দায় বাড়ানো হয়েছে। পুণ:তফসিল দিয়েও তা কার্যকর হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণের বিপরীতে ১০২.৬০ লক্ষ টাকা জামানত রয়েছে। ঋণটি বর্তমানে শ্রেণীকৃত। ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহককে বহুবার তাগাদা দেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৩৫.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট আদায়পূর্বক পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণটি মেয়াদী ঋণে রূপান্তর করা হয়েছে। মেয়াদী ঋণ হিসাবে সর্বমোট ৪০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিত ঋণ প্রদান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ মামলা দায়ের করে সমুদয় ঋণ আদায় করা আবশ্যক।

৯—

অনুচ্ছেদ-৩০

শিরোনাম : অস্বাভাবিক পন্থায় অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৩৫৩.৩৪।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সনের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শাখার সিসি ও এলটিআর ঋণের গ্রাহক মেসার্স যমুনা এগ্রো ক্যামিকেলের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, শাখা পর্যায়ে জামানত : স্পত্তি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় যাচাই ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে অন্য ব্যাংকের দায় গ্রহণের নিমিত্তে ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুর প্রস্তাবিত জামানত অন্য ব্যাংকে দায়যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ২,৩৫৩.৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৩০"তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- (১) গ্রাহক ১৩/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে চলতি হিসাব খোলেন, ফলে গ্রাহক ব্যবসায়ী হিসেবে শাখার পরীক্ষিত গ্রাহক নন। (২) প্রধান কার্যালয় ৩১/০৫/১২ খ্রিঃ তারিখে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা সিসিসহ ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা কম্পোজিট ঋণ অনুমোদন করে। ২১/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহক আবেদন করেন। আবেদনপত্রে অন্য ব্যাংকে দায় গ্রহণের কথা ছিলনা। শাখা হতে আবেদন প্রাপ্তির পর একই তারিখে সি.আর.জি (Credit Risk Gradation) মূল্যায়ন বিবরণ তৈরীসহ যাবতীয় কার্যক্রম শেষে একই তারিখে সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রে ৫৬ টি এনেক্সার সম্বলিত নীলফামারীর সৈয়দপুরের জমি ব্যাংকারের মূল্যায়ন বিবরণ তৈরীসহ যাবতীয় কার্যক্রম শেষে একই তারিখে সুপারিশ করা হয় করেন যা অবাস্তব। জরীপকারীর প্রতিবেদন ২২/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে দাখিল করা হয়। এ ধরণের সুপারিশ অযৌক্তিক ও অবাস্তব।
- ২৩/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখের বোর্ড মিটিং এ প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যাচাই ছাড়াই অন্য ব্যাংকের দায় গ্রহণের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহকের আবেদনে অন্য ব্যাংকের দায় Take Over করার কথা বলা ছিলনা।
- শাখার ১০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ০৫/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ এর পত্র হতে দেখা যায় প্রস্ত াবিত জামানতের ক্ষেত্রে অসত্য তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কারণ ২৭ ইস্কাটন রোডে ফ্ল্যাটসহ প্রায় সকল জমি অন্য ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ। পরীক্ষিত নয় এবং তথ্য গোপনকারীর অনুকূলে অন্য ব্যাংকের দায় গ্রহণসহ পরবর্তীতে দায় গ্রহণের অতিরিক্ত বিতরণকৃত ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ সঠিক হয়নি।
- গ্রাহকের ট্রানজেকশন আদৌ সন্তোষজনক নয়। দেয় জামানত কমান্ড এরিয়ার বাইরে ফলে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় প্রধান কার্যালয়ের ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক ২৩০০.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত দায় বাড়ানো শাখার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ বিতরণ করা হয়। মোহাম্মদপুরের জায়গা প্রাথমিক প্রস্ত াবে থাকলেও পরবর্তীতে বাতিল করে ব্যাংক হতে এবং অবশিষ্ট টাকা গ্রাহক নিজে দিয়ে এনসিসি ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে দায় টেক ওভার করা হয়। উত্তোলনকৃত অবশিষ্ট টাকায় গ্রাহক সার ক্রয় করেছেন। সৈয়দপুর বাণিজ্যিক ও শিল্প শহর যার জমির মূল্য অন্য শহর অপেক্ষা বেশী। ফলে অতি মূল্যায়ন হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। মৌসুম শুরুতে লেনদেন পর্যাপ্ত হবে বলে গ্রাহক আশ্বস্ত করেছেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। অনিয়মের উপর যে সকল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে জবাবে যে সকল বিষয়ে মতামত রাখা হয়নি। শাখা পর্যায়ে সম্পত্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন রাখা হয়নি। ফলে উক্ত ঋণ হিসাবে ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক উত্তরাঞ্চলের একজন সফল ব্যবসায়ী। তার জামানত সম্পত্তি ঢাকা ও সৈয়দপুর শহরের অভ্যন্তরে। এ ধরনের ব্যবসা ঢাকা হতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গ্রাহকের জামানত সম্পত্তির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য জরীপকারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯০৪.২৪ লক্ষ টাকা। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বন্ধকীকৃত জামানত ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্যায়ণ করা হয়েছে এবং সিসি (হাইপো) হিসাবে ১২১.৭৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়, বর্তমানে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় নিয়মিতকরণের সাথে আপত্তির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই শুধুমাত্র সম্পূর্ণ টাকা আদায় সাপেক্ষে ঋণ হিসাবটি

নিষ্পত্তি করা যাবে বিধায় আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৩১

শিরোনাম : মর্টগেজ ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করার পর একাধিকবার পুন:তফসিল করেও অর্থ আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৮৭.৭২ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সনের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাণিজ্যিক গৃহ নির্মাণ ঋণের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় মোঃ ইসমাইল হোসেনের ঋণ নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অনুযায়ী মর্টগেজ ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করার পর একাধিকবার পুন:তফসিল করে এবং আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৮৭.৭২ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৩১")।

অনিয়মের কারণ:

- বাণিজ্যিক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথমত ২৪/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে বেসিক/এসএনটি/এডিভি/২০০৪/৫৬৮৫ নং মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ অনুমোদন করেন। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩৮.৫০ শতাংশ জমি ছাড়াও ৭৩ শতাংশ জমি মর্টগেজ করার শর্ত ছিল। পরবর্তীতে ১৮/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এইচও/সিসিডি/৩০০৮৬/২০০৫/ ৪৯৯১ নং মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে আরও ১০০.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিত করা হয়। প্রথম মঞ্জুরীর প্রকল্প ভূমির বাইরে আরো ৩৩৪ শতাংশ জমির মূল্য ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (একই মৌজার) মর্টগেজ করার শর্তে দ্বিতীয় ঋণ বর্ধিত করা হয়।
- প্রকল্পে জমি মর্টগেজ করা হলেও ৩৩৪ শতাংশ জমি মর্টগেজ ছাড়াই ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ঋণ বিতরণের পর গ্রাহকের ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক নয়। পরবর্তীতে ২২/০৬/২০০৬ খ্রিঃ ,৩০/১২/২০০৭ খ্রিঃ ও ৩১/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৩ বার পুণ:তফসিল দিয়েও গ্রাহক তা কার্যকরী করতে পারেনি। ফলে ৩০/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি শ্রেণীকরণের মাধ্যমে ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর প্রায় ৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন নজির মেলেনি।
- বিনিয়োগকৃত অর্থে গ্রাহক কি পরিমাণ প্রকল্প সম্পাদন করেছেন শাখা হতে মূল্যায়নের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বর্ণিত অনিয়মসমূহের কারণে বিনিয়োগকৃত অর্থ সুদসহ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গ্রাহক নির্বাচন যথাযথ হলে এবং বর্ধিত ঋণ মঞ্জুর / সুপারিশের সময় সুষ্ঠু যাচাই বাছাই করা হলে ঋণ আদায়ের এরূপ নাজুক অবস্থা হতো না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জামানত হিসাবে উত্তরায় অবস্থিত জমি ও ভবন রয়েছে। একই প্রজেক্টের সীমানায় ২(দুই) তলা ভবন রয়েছে। যার মোট মূল্য ৮৭৬.৫০ লক্ষ টাকা ফলে ঋণটি জামানত সমৃদ্ধ। মন্দ ঋণের জন্য শাখা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে এবং নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- মঞ্জুরীর শর্ত অনুযায়ী জামানত গ্রহণ করা হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও উল্লেখযোগ্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণটি শ্রেণীকৃত, আদায়ের জন্য শাখা আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত আছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ বিতরণের পর হতে ২২-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪০.১৫ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে এবং বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ঋণের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনী প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী জামানত গ্রহণ না করায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় টাকা আদায় করে যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিত ঋণ প্রদান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় ঋণ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৩২

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করায় পুঞ্জিভুত ঋণের দায় শ্রেণীকৃত হওয়ায় ক্ষতি ২,৩৫১.১০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সনের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪/১১/২০১২ হতে ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কার্যাদেশের বিপরীতে অনুমোদিত স্বল্প মেয়াদী ঋণের রেকর্ডপত্র যাচাইকালে রূপসা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর ঋণের নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, কার্যাদেশের মেয়াদ পার হলেও এ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী ঋণের টাকা না পেলেও পুনরায় স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করায় পুঞ্জিভূত ঋণের দায় ২৩৫১.১০ লক্ষ টাকা শ্রেণীকৃত হওয়ায় আদায় অনিশ্চিত (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৩২")।

অনিয়মের কারণ:

- প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় পূর্বেও ঋণ পুনঃতফসিলের পর ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর এর পরবর্তী সময়ে দেয় কার্যাদেশের বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়। সে অনুযায়ী সড়ক বিভাগ হতে বেসিক ব্যাংকের অনুকূলে বিল পরিশোধ হবে মর্মে সনদ সংগ্রহ/এ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যাদেশের সময়কাল বাড়ানোর কারণে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী জুন/জুলাই ২০১২ পর্যন্ত বাড়িয়ে নতুন করে বাড়তি সুবিধা প্রদানের কারণে কোন ঋণের টাকাই সমন্বয় না করায় পুঞ্জিভূতভাবে জড়িত অর্থ শ্রেণীকৃত হিসাবে চিহ্নিত হয়। পূর্বের বড় অংকের ঋণের টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে সুবিধা প্রদান সঠিক হয়নি।
- সরকারী অফিসের কার্যাদেশের বিল অর্থ বছরের মধ্যেই পরিশোধ হবার কথা। বিশেষ ক্ষেত্রে পরবর্তী অর্থ বছর পর্যন্ত সময় বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেটের টাকাসহ পরবর্তী সময়ের কার্যাদেশের টাকা বকেয়া থাকার কথা নয়। ফলে এ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী বিলের টাকা পরিশোধ হয়নি যা যোগাযোগ করে খতিয়ে দেখা উচিৎ ছিল। তদুপরি গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী সময় বাড়িয়ে দিলেও তা কার্যকরী না করতে পারায় ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়।
- ঋণ বিতরণের পর গ্রাহকের ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক নয়। ফলে ৩০/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি শ্রেণীকরণের মাধ্যমে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পর প্রায় ৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন নজির মেলেনি।
- বিনিয়োগকৃত অর্থে গ্রাহক কি পরিমাণ প্রকল্প সম্পাদন করেছেন শাখা হতে মূল্যায়নের কোন নির্দশন পাওয়া যায়নি। বর্ণিত অনিয়মসমূহের কারণে বিনিয়োগকৃত অর্থ সুদসহ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গ্রাহক নির্বাচন সঠিক হলে এবং বর্ধিত ঋণ মঞ্জুর / সুপারিশের সময় সুষ্ঠু যাচাই বাছাই করা হলে ঋণ আদায়ের এরূপ নাজুক অবস্থা হত না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- এ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী বিলের স্ট্যাটাস জানার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগে পত্র দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। ঋণের বিপরীতে ৩৬.৩৪ কোটি টাকা মুল্যের গুলশানে ৭.৮২ কাঠা জমি ও ছয় তলা বাড়ী বন্ধক আছে। গ্রাহককে ঋণ পরিশোধের তাগাদা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বে দেয় ঋণের টাকা আদায় ছাড়াই পরবর্তীতে নতুনভাবে ঋণ প্রদান করায় ঋণের দায় বেড়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক সড়ক ও জনপথের বাজেট সংকটের কারণে বিল পায়নি, ফলে ঋণ সমন্বয় হয়নি। গ্রাহকের জামানত সম্পত্তি পর্যাপ্ত । জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করে ডাউনপেমেন্টসহ ১৩১.০০ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তরে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত বলা হলেও প্রমাণক যথাযথ নয় বিধায় সমুদয় টাকা আদায় করে যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিত ঋণ প্রদান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ মামলা দায়ের করে সমুদয় ঋণ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৩৩

শিরোনাম : সুষ্ঠু যাচাই ছাড়া অনিয়মিতভাবে এসওডি ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৬০১.১৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ শান্তিনগর শাখা ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সনের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪-১১-২০১২খ্রিঃ হতে ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের নিরীক্ষাকালে মেসার্স বিথী এন্টারপ্রাইজের এসওডি ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, সুষ্ঠু যাচাই ছাড়া তড়িঘড়ি করে ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরী শর্ত লংঘন করে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ এবং নিয়মনীতি লংঘন করে বর্ধিত এসওডি ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৬০১.১৭ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৩৩"তে দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণের আবেদন করা হয় ২৯-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে, জরীপ প্রতিবেদন প্রাপ্তি ০১-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে, ঋণের সুপারিশ করা হয় ০২-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে, বোর্ড কর্তৃক ঋণ অনুমোদন করা হয় ১৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে। গ্রাহক চলতি হিসাব খোলেন ১০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে, ফলে পরীক্ষিত নয় এইরূপ গ্রাহকের অনুকূলে জামানত, ব্যবসায়িক তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ না রেখে তড়িঘড়ি করে প্রাথমিক জামানতকে ঠিকাদারি এ্যাসাইনমেন্ট বিল দেখিয়ে ঋণ সুপারিশ করলে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ মঞ্জুর হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সুষ্ঠু যাচাই করা হয়নি।
- মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী এ্যাসাইনমেন্ট বিল না নিয়ে এবং শাখা পর্যায়ে মূল্যায়নের শর্ত উপেক্ষা করে ঋণ বিতরণ করা হয় ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
- সাধারণ নিয়মে মালামাল প্রাথমিক জামানত রেখে এসওডি ঋণ বিতরণের সুযোগ নেই। আলোচ্যক্ষেত্রে মার্জিন কাঠামো না রেখে পূর্বের মঞ্জুরীর শর্ত বাতিল না করে ট্রেডিং ব্যবসার মালামাল প্রাথমিক জামানত দেখিয়ে পরবর্তীতে বর্ধিত ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণসহ ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয় যা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী।
- পররর্তীতেও বলা হয় The facility will be allowed if the valuation done by the Branch. বাস্তবে শাখা পর্যায়ে কোন মূল্যায়ন না করে ঋণ বিতরণ করা হয়। যা প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্র নং, বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ এর পরিপন্থী।
- জরীপকারীর মূল্যায়ন আপাতদৃষ্টিতে অতিমূল্যায়িত বলে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে জামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন বিষয়ে কোন অভিযোগ উঠলে শাখা পর্যায়ে এর দায়ভার এড়াতে পারবেন না।
- ঋণটির লেনদেন সন্তোষজনক নয়। ঋণটিতে সীমাতিরিক্ত দায় রয়েছে, তাছাড়া মঞ্জুরীর অনুযায়ী Stock should be checked physically by the Branch Manager/officer এ শর্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় দেয় অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হয় গ্রাহক ও শাখার সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রধান কার্যালয় হতে প্রাথমিক জামানত হিসাবে এ্যাসাইনমেন্ট অব বিল শর্তটি ০৮-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে বাদ দেওয়া হয়েছে। জামানত সম্পত্তি শাখা ব্যবস্থাপক যাচাই করে মূল্যায়ন করেছেন। গ্রাহককে কোন প্রকার সীমাতিরিক্ত বিতরণ করা হয়নি, সুদ চার্জের মাধ্যমে সীমাতিরিক্ত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ দেয়া হয়নি । ঋণটি অনিয়মিতভাবে মঞ্জুর ও মঞ্জুরীকৃত অর্থ অনিয়মিতভাবে বিতরণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের অনুরোধে প্রাথমিক জামানত হিসেবে গৃহীত মালামাল এর শর্তটি প্রধান কার্যালয় হতে বাদ দেয়। গ্রাহক ঋণ পরিশোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, এসওডি ঋণ বাবদ ৬৯.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। বর্তমানে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রয়েছে এবং শাখা কর্তৃক সম্পত্তির মূল্যায়ণ করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক নিয়মিতভাবে ঋণ আদায়ের চেষ্টা চলছে । উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় নিয়মিতকরণের সাথে আপত্তির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই শুধুমাত্র সম্পূর্ণ টাকা আদায় সাপেক্ষে ঋণ হিসাবটি নিষ্পত্তি করা যাবে বিধায় আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানকারী/মঞ্জুরীকারীগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জড়িত টাকা আদায় করত: ব্যাংক তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

১০—

অনুচ্ছেদ - ৩৪

শিরোনাম : অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ৫৪৯৬.৫৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১২খ্রিঃ হতে ২৮-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে হাউজিং প্রকল্পে নিয়োজিত গ্রাহক মেসার্স ওয়েস্টার্ন হাউজিং লিমিটেডের এসওডি (Secured Over Draft) ঋণের রেকর্ড পত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, ঋণের তথ্যাদি যাচাই ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ মঞ্জুরীর সুপারিশ, প্রস্তাবিত প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন ছাড়া ঋণ বিতরণ, ঋণের লেনদেন না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করা হয়েছে ৫,৪৯৬.৫৩ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৩৪")।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় গ্রাহকের আবেদন, প্রস্তাব প্রেরণ ও সার্ভে প্রতিবেদন একদিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়। পরবর্তী দুইদিনে বোর্ড কর্তৃক ঋণের অনুমোদন দেওয়া হয়। গ্রাহকের চলতি হিসাব খোলা হয় ১২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে। ৫/৬ দিনের পরিচিত গ্রাহকের অনুকূলে অর্থাৎ কোন যাচাই না করে অপরীক্ষিত গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুর সঠিক হয়নি। প্রধান কার্যালয় হতেও ঋণের তথ্য যাচাই করা হয়নি। ফলে পূণাঙ্গ তথ্য যাচাই ছাড়াই ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/ ২০১১/৩২৯৬ অনুযায়ী প্রতিটি জামানত সম্পত্তি শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জামানত সম্পত্তি শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়নি। এসডি সার্ভে ফার্ম এর জামানত সম্পত্তির মূল্যায়নের ভিত্তিতে শাখা ঋণ সুপারিশ করে। উক্ত মূল্যায়ন এলাকা অনুযায়ী আপাত দৃষ্টিতে অধিক।
- গ্রাহকের তিনটি হাউজিং প্রকল্পের কাজের জন্য চলতি মূলধন হিসাবে ঋণ দেয়া হয় এর বিপরীতে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন শাখায় রক্ষিত নেই। রিহ্যাব সদস্যের হালনাগাদ সনদ না পেয়েই ঋণ সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প তিনটি রাজউকের অনুমোদনের মাধ্যমে (নকশা) প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। তার অগ্রগতি যাচাই ছাড়াই সমুদয় অর্থ বিতরণ করা হয় এবং বর্তমানে কোন যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। গ্রাহকের লেনদেনও সন্তোষজনক নয় বিধায় আলোচ্য ঋণ প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জামানত সম্পত্তি ২৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ১৬-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডে অনুমোদন করার পর ১০০% জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া হয়। সন্তোষজনক লেনদেন বিষয়ে গ্রাহক অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ঋণ আবেদনের পূর্বে জামানত সম্পত্তি পরিদর্শনের বিষয়টি অযৌক্তিক। আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম যথা ব্যাংকারের মূল্যায়ন ছাড়া আপাত দৃষ্টিতে জামানতের অতিমূল্যায়ন দেখিয়ে তড়িঘড়ি করে ঋণ বিতরণ বড় ধরণের অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক দেশের অতি পরিচিত ডেভেলপার ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানী। গ্রাহককে নীতিমালা মেনে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।রামচন্দ্রপুর মৌজার জমির দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের নিকট হতে এসওডি ঋণ হিসাবে ৮৯০.৮৭ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রয়েছে এবং বন্ধকী সম্পত্তি শাখা ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে।ঋণ হিসাবটি জামানত দ্বারা আবৃতকরণের জন্য শাখা ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে বলা হয় জবাবে ৮৯০.৮৭ লক্ষ টাকা আদায়ের কথা বলা হলেও হিসাব বিবরণীতে নিরীক্ষা পরবর্তী আদায় ৬৪৯.৮২ লক্ষ টাকা। সুতরাং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সুপারিশকারী ও মঞ্জুরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৩৫

শিরোনাম : পরীক্ষিত নয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য এলাকার বাইরের গ্রাহকের অনুকূলে তড়িঘড়ি করে ঋণ বিতরণ ও মঞ্জুর করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩,৩৩২.০৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ শান্তিনগর শাখা ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১২ সনের কতিপয় ঋণ হিসাব ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স বাশার এন্টার প্রাইজের সিসি হাইপো ঋণের রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, পরীক্ষিত নয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য এলাকার বাইরের গ্রাহকের অনুকূলে পর্যাপ্ত সময়ে যাচাই বাছাই ছাড়া ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং মঞ্জুরী শর্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন না করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩৩৩২.০৬ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৩৫")।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহকের হিসাব খোলা হয় ২৭/০৩/১২ খ্রিঃ তারিখে, ঋণের আবেদন করা হয় ০৩/০৪/১২ খ্রিঃ তারিখে, ঋণের প্রস্তাব পাঠানো হয় ০৪/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে এবং ঋণ মঞ্জুর করা হয় ১৫/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে, সার্ভে প্রতিবেদন তৈরী করা হয় ০১/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে, ফলে গ্রাহক ও গ্রাহকের ব্যবসায়িক তথ্য, জামানত মূল্যায়নের ভিত্তি ইত্যাদি ঋণ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যাচাই করা হয়নি। এরূপ গ্রাহকের অনুকূলে তড়িঘড়ি করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- ১ম মঞ্জুরীতে ঋণের সমপরিমাণ ১৫০০.০০ লক্ষ জামানত সম্পত্তি গ্রহণের শর্ত ছিল। পরবর্তীতে বর্ধিত ঋণের সমপরিমাণ ৩০০০.০০ লক্ষ জামানত গ্রহণ করলেও মঞ্জুরীর "সি" শর্তানুযায়ী শাখা পর্যায়ে মূল্যায়ন করে সন্তুষ্টি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়নি। যা প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১১/৩২৯৬ এর পরিপন্থী।
- শাখাটি ঢাকার ব্যস্ততম এলাকায়। গ্রাহকের ব্যবসা বগুড়ার বিসিক শিল্প নগর এলাকায়। ফলে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এলাকার বাইরে সিসি ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী ষ্টক যাচাই করে প্রত্যয়ন নেওয়ার সুযোগ নেই।
- ১ম মঞ্জুরী ঋণের সুপারিশে গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান একটি ছিল। ২য় সুপারিশের ক্ষেত্রে দেখা যায় অটো রাইসমিল তৈরী উপলক্ষে গ্রাহকের আরও ৬৪৭৮.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে। নতুন গ্রাহকের অনুকূলে এ জাতীয় বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ভিত্তি কি তা স্পষ্ট নয়।
- গ্রাহকের জামানত সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক গ্রামের ফসলী জমি। আপাত দৃষ্টিতে সম্পত্তির মূল্য অধিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক পর্যায়ে মূল্যায়ন না থাকায় এর সঠিকতাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
- ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী কিছু লেনদেন থাকলেও অনেকক্ষেত্রে সমপরিমাণ অর্থ উত্তোলন ও জমার মাধ্যমে সাজানো লেনদেন করা হয়েছে। এলটিআর ঋণের মেয়াদ আর সীমার বিপরীতে ভারত হতে আমদানি করা গম সংশ্লিষ্ট এলটিআর ঋণের মেয়াদ পার হলেও তা সমন্বয় হয়নি। উক্ত ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দায়ের পরিমাণ- ৩,৩৩,১৭,৭৩২ টাকা। গমের মজুদ বগুড়া শহরে। ফলে শাখা পর্যায়ে এর সঠিকতা ও অবস্থান যাচাই করার সুযোগ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের জামানত সম্পত্তির মূল্য ৪২৩৫.০০ লক্ষ টাকা যা ফান্ডেড সুবিধাকে আবৃত করে। গ্রাহকের ঢাকা ও বগুড়া উভয়স্থানে অফিস থাকায় ঢাকা অফিস হতে বগুড়া অফিসের নিয়ন্ত্রণ করে। শাখা হতে জামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বগুড়া শাখার মাধ্যমেও সিসি মালামাল যাচাইয়ের সুযোগ আছে। গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। শাখা কর্তৃক জামানত সম্পত্তির মূল্যায়নের কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। তড়িঘড়ি করে এ জাতীয় ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে অনিয়ম থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। গ্রামের জমির মূল্যায়ন আপাত দৃষ্টিতে অতি মূল্যায়িত বলে প্রতীয়মান হয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকিং নীতি মেনে ঋণ সুপারিশ ও বিতরণ করা হয়। জামানত সম্পত্তিগুলো বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের সন্নিকটে হওয়ায় মূল্য বেশী। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানের মালিক ঢাকা এবং বগুড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।কাজেই গ্রাহকের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণযোগ্য এলাকার মধ্যে। ব্যাংকের বগুড়া শাখার মাধ্যমে মজুদ মালের বিবরণের সঠিকতা ও অবস্থান যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকী সম্পত্তি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ঋণটি জামানত দ্বারা আবৃত । উক্ত জবাবের আলোকে এই কার্যালয় থেকে ২৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ

তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় যাতে অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- জামানত মূল্যায়ন বিষয়ে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্থ হলে এর দায়ভার ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বহন করতে হবে। ঋণ নিয়মিত থাকার প্রমাণক প্রেরণ করতে হবে। অপারগতায় জড়িত টাকা আদায় করে ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনামঃ বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের আর্থিক বিবরণীর ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ১৬/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বেসিক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক ২৮/৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২২/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হল ঃ-

(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের আর্থিক হিসাবের স্থিতিপত্রে Sundry Debtors-উপখাতে ১১.৪৩ কোটি টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত অনাদায়ী অর্থ (Protested bill) প্রকৃতপক্ষে আত্মসাৎ/তহবিল তছরূপ যার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

Sundry Debtors	2011	2010
Protested bill, Main branch	6,535,881	6,535,881
Protested bill, Khatungonj branch	244,800	244,800
Protested bill, Khulna branch	416,367	416,367
BCCI-Bombay	1,399,580	1,399,580
BCCI-London	704	611
Protested bill, SWIFT charges	20,244,921	20,244,921
	28,8,42,253	28,8,42,253
Others	85,490,575	211,334,596
	114,332,828	**240,176,756**

(খ) ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের আর্থিক হিসাবের স্থিতিপত্রে অংশে ICB Islami Bank এর নিকট হতে ১৫৪৯.৭৮ লক্ষ টাকা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি। গত বছরের তুলনায় মাত্র ০.৪২% আদায় করা হয়েছে। ফলে উক্ত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের আর্থিক বিবরণীর ওপর ম্যানেজমেন্ট লেটারের নিম্নোক্ত ২টি বিয়য়ে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানানো আবশ্যক।

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক গাইড লাইনস বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন, ১৯৯৬ ভলিউম-১, অধ্যায়-২২, সেকশন-১৩ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। ১২০ দিনের নির্ধারিত সময়সীমায় বৈদেশিক রপ্তানীকৃত পণ্যমূল্য আদায় করতে উক্ত শাখা ব্যর্থ হয়েছে।

Exp No.	Expoter	Amount $	Date of Shipment	Relised Date	Comment
089/11	Sainzi	20490	11/04/2011	23/08/2011	28/03/2013 খ্রিঃ পর্যন্তত আদায়ে ব্যর্থতা
044/11		14196	10/05/2011	18/10/2011	

খ) বৈদেশিক বাণিজ্যে L/C খোলার সময় প্রফোরমা ইনভয়েস এর ক্ষেত্রে আমদানীকারকের স্বাক্ষর শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক Verify করার বিধান থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

L/C opening register not filled up properly

Name of Branch	Name of the Party	L/C No.	Date	Amount (USD)	Remarks
Jubilee Road Branch	Sanzi Textile Mills Ltd.	127911020006	19.01.2011	217,840.00	Country of origin & initial not found.
	Well Designer Ltd.	127911020045	21.06.2011	13,125.00	Country of origin & initial not found.

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের Loans and advances allowed to each customer exceeding 10% bank's total equity খাতে ১০৮১.০৫ কোটি টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। মোট ইক্যুইটির ১০% এরও অধিক ১২ জন গ্রাহক ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী। তন্মধ্যে SQ hues Limited এর নিকট বিগত সালের তুলনায় ৫.৪৪%, Adib

Dying and Well Allied এর নিকট ১৫২.২১%, Feaz Enterprise এর নিকট ৫.০৩%, Amader Bari Ltd. এর নিকট ৩৭.৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতি দ্রুত অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের ঋণ ও অগ্রিম খাতে ২৫৭৮০.১০ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম হিসাবে অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে যা ২০১০ সালের তুলনায় ১৪.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উক্ত খাতে "উচ্চ কু-ঋণ ঝুঁকি" বিদ্যমান। পর্যাপ্ত Collateral Security ব্যতীত ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক পর্যালোচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট 'ক'-এ দেখানো হলো। বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ব্যাংকের ১১টি শাখা বৃদ্ধি পেলেও লাভজনক শাখা বৃদ্ধি পায়নি বরং অলাভজনক শাখা ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ১১টি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭.১৮%। আমানত বৃদ্ধির সাথে সাথে অলাভজনক শাখাগুলোকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার কৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের চৎড়ভরঃ ধহফ খড়ংং অপপড়ঁহঃ পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট 'ক-১'-এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪.১৯%। এছাড়া মোট ব্যয় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭.০৮% এবং মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৭৫%। মোট ব্যয় বৃদ্ধির কারণ উল্লেখপূর্বক মোট ঋণ ও অগ্রিমের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট 'ক-২'-এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ২২.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণও ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ১১.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে নিম্নমানের ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে যথাক্রমে ২২.৫৫% ও ৬৮.৭৭% হ্রাস পেয়েছে এবং কু-ঋণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ৩০.৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। কু-ঋণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিম্নমানের ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১.১২.২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ২০২৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত অর্থ অনাদায়ী থাকার কারণ ব্যাখ্যাসহ সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১.১২.২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের Loans And Advances খাতে ৫৬৮৮৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে পূর্ববর্তী বছরে যা ছিল ৪৬৩৪১৫.১৩ লক্ষ টাকা। Loans And Advances -এর পরিমাণ গত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে ২২.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে যা আশঙ্কাজনক। এত বিপুল পরিমাণ ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরসমূহের অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের বিবরণী পরিশিষ্ট-'ক-৩' এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ১৯৯২-৯৫ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ২১০টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৬৫টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে, অমীমাংসিত ৪৫টি। জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৭৬৪৬.৫৫ লক্ষ টাকা। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক-৪' এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ব্যাংকটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬-১৭/২৩৮৭কম/এ—৮০০ কঃ, ২০১৬